ঝাঁশির-রাণী।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝাঁশির রাণী।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

কলিকাতা,
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারত-মিহির যন্ত্রে,
সান্ন্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৩১০ সাল।

ভূমিকা।

এত দিনের পর, প্রখ্যাত বীরাঙ্গনা মহারাণী লক্ষ্মীবাইর একটী প্রামাণিক ও আনুপূর্ব্বিক জীবন-বৃত্তান্ত * প্রকাশিত হওয়ায়, আমাদের একটী জাতীয় অভাব মোচন হইল। গ্রন্থটী মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকার মহারাণীর জীবনবৃত্তান্ত-সম্বন্ধে, ইংরাজী গ্রন্থ, দেশীয় গ্রন্থ, সরকারী কাগজপত্রাদি যেখানে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বার্ত্তা পাইয়াছেন তৎসমুদয় ভিন্নভিন্নরূপে বিচার করিয়া, স্থানীয় কিম্বদন্তী হইতে, ও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত রাণীর অনুচরবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের কথিত বিবরণ হইতে, সমস্ত তথ্য স্বাধীনভাবে সংগ্রহ করিয়া এবং ঘটনাস্থলগুলি স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া, অতীব নিরপেক্ষভাবে ও প্রভূত শ্রমসহকারে এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাণীর সপত্নী-মাতা চিমাবাই ও রাণীর দত্তকপুত্র দামোদর-রাও—ইঁহাদের নিকট হইতে গ্রন্থকার যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে এই ইতিহাসের প্রমাণ-বল আরও দৃঢ়ীভূত ও ইহার মূল্য অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমি এই গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া রাণীর জীবনের মুখ্য ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকবৃন্দের নিকট সাদরে অর্পণ করিলাম।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* "ঝাঁশী সংস্থান মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ সাহেব ইাঁচে চরিত্র"—দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস প্রণীত।

ঝাঁশির রাণী।

ঝাঁশি-রাজ্য। (১)

রাণীর জীবনের ঘটনাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ঝাঁশির পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত কতকটা জানা আবশ্যক। ঝাঁশি রাজ্য বুণ্ডেলখণ্ডের অন্তর্ভূত। প্রথমে ইহা বোরচ্ছার রাজা বীরসিংহদেবের শাসনাধীনে ছিল। দিল্লি-পতি আকবর বাদশাহের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী আবুল ফজলকে বীরসিংহদেব নিহত করায়, আকবর তাঁহার শাসনের জন্য স্বীয় পুত্র সেলিমকে বুণ্ডেল-খণ্ডে প্রেরণ করেন। বীরসিংহদেব ভয়ে পলায়ন করায়, বুণ্ডেলখণ্ড মোগলরাজের হস্তগত হয়। পরে, সেলিম (জাহাঙ্গীর) সিংহাসনারূঢ় হইলে, বীরসিংহের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, তাঁহাকে বুণ্ডেলখণ্ড প্রত্যর্পণ করেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে, শাজাহান-বাদশাহের শাসনকালে, এই দুর্ব্বৃত্ত বীরসিংহদেব, মোগলরাজের অন্তর্গত প্রদেশে লুটপাট আরম্ভ করায়, তাঁহার জায়গীর পুনরায় বাজেয়াপ্ত হয়। সেই সময় হইতে ১৭০৭ পর্যান্ত ঝাঁশি-প্রদেশ দিল্লি বাদশাহের শাসনাধীনে ছিল। তদনন্তর, বাহাদুর-শা দিল্লির সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে, তিনি এই ঝাঁশি-প্রদেশ হিন্দু রাজা ছত্রশালকে জাইগীর-স্বরূপ দান করেন। ছত্রশালের অভ্যুদয়ে ঈর্ষান্বিত হইয়া মালোয়ার মুসলমান সুবেদার ও আলাহাবাদের নবাব তাঁহার রাজ্য বারম্বার আক্রমণ করিতে লাগিল।

রাজা ছত্রশাল এই সময়ে বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হওয়ায় প্রবল যবন সরদারদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে স্বকীয়

(১) ইংরাজী শব্দ state অর্থে "সংস্থান" শব্দ মারাঠী ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উদ্ধার সাধনের জন্য, মহারাষ্ট্রাধিপতি বাজীরাও পেশোয়ার শরণাপন্ন হইলেন। পেশোয়া করুণা-পরবশ হইয়া ছত্রশালের সাহায্যে যাত্রা করিলেন, এবং মুসলমান সরদারদিগকে পরাভূত করিয়া ছত্রশালকে স্বরাজ্যে প্রতিস্থাপিত করিলেন। ছত্রশাল কৃতজ্ঞ হইয়া, বুণ্ডেলখণ্ডের কতকগুলি প্রদেশ, পেশোয়াকে নজর-স্বরূপ দান করিলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, মৃত্যুকালে বাজীরাওকে স্বীয় পুত্র-স্বরূপ গণ্য করিয়া, তিন কোটী টাকা আয়ের একটী ভূসম্পত্তি দান করিয়া গেলেন। ইহার অন্তর্ভূত ২০ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ঝাঁশি-রাজ্য। পরে, ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ঝাঁশির পূর্ব্বাধিকারী "গোসাবী" রাজারা বিদ্রোহী হইয়া পেশোয়ার সুবেদারকে পরাভূত করিল। পেশোয়া এই সংবাদ শুনিবামাত্র রঘুনাথ-হরি নেবালকর নামক একজন পরাক্রান্ত মারাঠী সরদারকে বুণ্ডেলখণ্ডে পাঠাইলেন। ইনি "গোসাবী" রাজাদিগকে পরাভূত করিয়া তথায় পুনর্ব্বার পেশোয়ার আধিপত্য স্থাপন করিলেন। পেশোয়া ইহাতে পরিতুষ্ট হইয়া ঝাঁশির সুবেদারী পদ রঘুনাথ হরি নেবালকরকে বংশপরম্পরাক্রমে প্রদান করিলেন। এই রঘুনাথরাও হরি নেবালকর—ইনি মহারাণী লক্ষ্মীবাইর ভর্ত্তৃবংশের আদিপুরুষ।

রঘুনাথ রাওর বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হইলে, তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর শিবরাও-ভাউকে ঝাঁশির সুবেদারী পদে স্থাপন করিলেন। শিবরাও ভাউ ইনিও একজন বীরপুরুষ। এই সময়ে দ্বিতীয় বাজীরাওর শাসন কালে—মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যসূত্র শিথিল হইয়া পড়ায়, পেশোয়ার অধীনস্থ সুবেদারেরা নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। বুণ্ডেলখণ্ডে, শিবরাও-ভাউও সেই পথ অনুসরণ করেন। এই সময়ে, "বসঁই" (Bassein) সন্ধির সুযোগে, মারাঠী-সাম্রাজ্য মধ্যে ইংরাজদিগের চঞ্চুপ্রবেশ হইয়াছিল মাত্র, তখনও তাঁহারা প্রবল হইতে পারেন নাই। তখন শিন্দে, হোলকার, নাগপুরকর ভোঁসলে প্রভৃতি রণশূর মারাঠী সরদার-

দিগের জোট ভাঙ্গিবার জন্য, ওএলেস্‌লি, লেক্‌ প্রভৃতি ইংরাজ সেনাপতিগণ, প্রকাশ্যরূপে পেশোয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে বুন্দেলখণ্ডের সুবেদার শিবরাও ভাউ ইঁহাদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন। সেই অবধি, ইংরাজ-সরকার ঝাঁশি-রাজ্যের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অনন্তর শিবরাও-ভাউ স্বীয় পৌত্র রামচন্দ্র রাওর হস্তে ঝাঁশি-রাজ্য ন্যস্ত করিয়া, শ্রীক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রস্থান করেন। এই সময়ে পুণা নগরস্থ পেশোয়া বিলাসের গভীরতম রসাতলে নিমগ্ন থাকায়, মহারাষ্ট্র-রাজ্যের সমস্ত আধিপত্য অল্পে অল্পে ইংরাজের হস্তগত হইতেছিল। রামচন্দ্র-রাও যখন ঝাঁশির গদিতে উপবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহার বয়স অতি অল্প ছিল, সুতরাং তাঁহার হইয়া তাঁহার মাতৃদেবী সখুবাই ও রাজ্যের পুরাতন দেওয়ান রাও-গোপাল-রাউ, ইঁহারাই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮১৭ অব্দে সুবেদার রামচন্দ্রের তরফে গোপাল-রাও-ভাউ এবং ব্রিটিশ সরকারের তরফে পোলিটিকেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জন-ওয়াকোপ—ইঁহাদের মধ্যে একটা সন্ধিপত্র লেখাপড়া হইল। রাও রামচন্দ্র বংশপরম্পরাক্রমে ঝাঁশি-রাজ্যের অধিকারী, এই কথা ব্রিটিশ সরকার এই সন্ধিপত্রে স্বীকার করিলেন এবং উভয় সরকার পরস্পরের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিপদাপদে পরস্পরের সাহায্য করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। এই সন্ধিপত্রের পণানুসারে রামচন্দ্র রাও বাস্তবিকই ইংরাজদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সকল উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ ইংরাজ-সরকার ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে একটা দরবারের অনুষ্ঠান করিয়া, ঝাঁশির সুবেদারকে "মহারাজাধিরাজ" ও "ফিদবী বাদশাহা জানুজা ইংগ্লস্তান" (মহিমান্বিত ইংলণ্ডেশ্বরের একনিষ্ঠ সেবক) এই উপাধি অর্পণ করিলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, ইঁহাকে ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন ধারণের অধিকার প্রদান করিলেন এবং রামচন্দ্রের অনুরোধ-অনুসারে ঝাঁশির কেল্লার উপর ব্রিটিশ-পতাকা "য়ুনিয়ন জ্যাক্‌" স্থাপন করিবার

অনুমতি দিলেন। রামচন্দ্র-রাওর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পত্নী স্বীয় ভাগিনেয় **কৃষ্ণরাও নামক একটী** বালককে দত্তক গ্রহণ করেন, কিন্তু ব্রিটিশ-সরকার **অশাস্ত্রীয়তা**-মূলে ইহার দত্তক-বিধান অগ্রাহ্য করিয়া রামচন্দ্রের পিতৃব্যের **এক** ঔরসপুত্র তৃতীয় রঘুনাথ-রাওকে ঝাঁশির গদিতে স্থাপন করিলেন।

তৃতীয় রঘুনাথরাও অত্যন্ত দুর্ব্যসনী ছিলেন। তিনি ভোগবিলাসে বিপুল অর্থ অপব্যয় করিয়া **ঋণ**গ্রস্ত হইয়া, ঝাঁশির অধিকাংশ ভূসম্পত্তি গোয়ালিয়র ও বোর্চ্চার মহাজনদিগের নিকট বন্ধক রাখিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। ইহা দেখিয়া **ব্রিটিশ**-সরকার, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে, ঝাঁশি-রাজ্যের কার্য্য-ভার **নিজ হস্তে গ্রহণ** করেন। তৃতীয় রঘুনাথ রাওর **মৃত্যু** হইলে, ঝাঁশির গদি অধিকার করিবার জন্য তিন চারিজন দাবীদার খাড়া হইল। তন্মধ্যে, **ব্রিটিশ**-সরকার শিবরাও-ভাউর পুত্র গঙ্গাধর-রাওর দাবী মঞ্জুর করিয়া তাঁহা-কেই গদিতে **স্থাপন** করিতে **কৃত**সংকল্প হইলেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঝাঁশি-রাজ্যের **ঋণ** পরিশোধ না হয় সে পর্য্যন্ত ইংরাজ-সরকারের নিযুক্ত সুপারি-ন্টেণ্ডেণ্ট রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। তদনুসারে ১৮৪২ **খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত ঋণ** কর্জ্জের হিসাব নিষ্পত্তি হইল; এবং ২৩ ডিসেম্বর, **১৮৪২ খৃষ্টাব্দের** মধ্যে বুন্দেলখণ্ডের পোলিটিকাল এজেণ্ট—উইলিয়াম হেন্‌রি স্লীম্যান সাহেব, গঙ্গাধর-রাওর সহিত একটা লেখাপড়া করিয়া, **বুন্দেলখণ্ডস্থ** ইংরাজ-সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ২,২৭,৪৫৮ টাকা আয়ের **একটী প্রদেশ** লইয়া, গঙ্গাধর-রাওকে ঝাঁশির আধিপত্য প্রদান করিলেন। **এই** মহারাজা গঙ্গাধর-রাও, মহারাণী লক্ষ্মীবাই-সাহেবের ভাবী পতি।

রাণীর বাল্য-বৃত্তান্ত।

মহারাষ্ট্র মধ্যে সাতারার নিকটবর্ত্তী **কৃষ্ণা**নদী তীরে 'বাই' **নামক একটী** গ্রাম আছে। তথায় **কৃষ্ণ**রাও নামক একটী 'কর্হাড়ে' ব্রাহ্মণ বাস

করিতেন। ইনি পেশোয়া-সরকারাধীনে মামলৎদারী কাজ করিতেন। বলবন্ত নামক ইঁহার একটী বীর্য্যশালী পুত্র ছিল। মহারাষ্ট্র-প্রভু শ্রীমন্ত পেশোয়া, কৃপা করিয়া ইঁহাকে আপনার খাশ-ফৌজের মধ্যে সরদারী-পদ প্রদান করেন। বলবন্তের দুই পুত্র মোরোপন্ত ও সদাশিব-রাও। ইঁহাদের মধ্যে, মোরোপন্ত, পিতার সঙ্গে পুণায় বাস করিতেন। ইনি, শ্রীমন্ত দ্বিতীয় বাজীরাও-সাহেবের সহোদর চিমাজী-আপ্পা-সাহেবের প্রসন্ন দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমন্ত বাজীরাও ম্যাল্‌কম সাহেবের নিকট সমস্ত রাজ্যের ত্যাগ-পত্র লিখিয়া দিয়া, ৮ লক্ষ টাকার বার্ষিক বৃত্তি গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া, অবশিষ্ট জীবিত-কাল ব্রহ্মাবর্ত্ত (বিঠুর) প্রদেশে অতিবাহিত করিবেন, এইরূপ স্থির করেন। এই সময়ে, আপ্পা-সাহেব দক্ষিণ-প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পুণার রেসিডেন্ট সাহেব, তাঁহাকে বলিলেন, "দশ বিশ লক্ষ টাকার প্রদেশ তোমাকে দিতেছি, তুমি পুণা-রাজ্যের সংরক্ষণ-ভার গ্রহণ কর।" কিন্তু ইহাতে চিমাজী-আপ্পা-সাহেব সম্মত হইলেন না; পরে তিনি কাশীবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ইংরাজ-সরকার তাঁহাকে কাশীতে পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। এই কথা-অনুসারে পেশোয়া-বাজীরাওর ছয়মাসকাল পরে, ইনিও রাজ্যত্যাগী হইয়া কাশীধামে গিয়া বাস করিলেন। ইঁহার সমভিব্যাহারে যে সকল লোকজন যায়, তাঁহার মধ্যে মোরোপন্ত একজন। মোরোপন্তও সপরিবারে কাশীধামে গিয়া বাস করিলেন। ইনি শ্রীমন্ত আপ্পাজীর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া ৫০ টাকা মাসিক বেতন পাইতেন। মোরোপন্তের পত্নীর নাম ভাগীরথী বাই। ইনি অতি সাধ্বী ও পতিপ্রাণা ছিলেন। ইনি, কাশীধামে অবস্থিতি কালে ১৬ নবেম্বর ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে একটী কন্যারত্ন প্রসব করেন; এই কন্যার নাম—মনুবাই। বলা বাহুল্য, ইনিই ঝাঁশির ভাবী মহারাণী অতুলবীর্য্যবতী শ্রীমতী লক্ষ্মী বাই।

মনুবাইর বয়ঃক্রম তিন ও চারি বর্ষ না হইতেই ইঁহার মাতৃদেবী পর-

লোকবাসিনী হইলেন। এই সময়ে শ্রীমন্ত আপ্পা-সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় মোরোপন্ত কাশীধাম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেন। আপ্পাজীর সহোদর পেশোয়া বাজীরাও-সাহেব, স্বীয় ঔদার্য্যগুণে মোরোপন্তকে আপনার নিকট আশ্রয় দিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্তে মোরোপন্ত ও শ্রীমন্ত পেশোয়ার বাসস্থান প্রায় সংলগ্ন ছিল; মনুবাই পিতার অত্যন্ত আদরিণী ছিলেন। দুর্দৈবক্রমে মাতৃবিয়োগ হওয়ায়, কন্যার সমস্ত রক্ষণভার পিতার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। পিতৃসন্নিধানে থাকা-প্রযুক্ত মনুবাইকে প্রায় অষ্টপ্রহর পুরুষবর্গের মধ্যে অবস্থিতি করিতে হইত। এই দিব্যশ্রী ফুল্ল-কপোল বালিকাটী, পেশোয়ার সমস্ত অনুচরবর্গেরই আদরের সামগ্রী ছিল। ইহার উজ্জ্বল বিশাললনেত্র ও গৌরবর্ণ মুখকান্তি দেখিয়া সকলেরই আনন্দোদয় হইত। বাজীরাও সাহেবের অধীনস্থ রামচন্দ্র-পন্ত সুবেদার, বাবাভট্ প্রভৃতি প্রমুখ-মণ্ডলী এই বালিকার সতেজবৃত্তি অবলোকন করিয়া কৌতুক সহকারে ও আদরভরে ইহাকে "ছবেলী" (ময়না) বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীমন্ত বাজীরাও পেশোয়ার দত্তকপুত্র নানাসাহেব ও রাও-সাহেব—এই দুইটী বালক এই সময় অল্পবয়স্ক হওয়ায় নানাপ্রকার খেলাধূলায় প্রবৃত্ত হইত; এবং বালিকাটীও তাহাদের খেলায় যোগ দিবার উপক্রম করিত। এই বালবৃন্দের লীলা অবলোকন করিয়া শ্রীমন্ত পেশোয়া অত্যন্ত আনন্দ উপলব্ধি করিতেন। ঝাঁশিরাণীর সপত্নী মাতা—শ্রীমতী চিমা বাই, রাণী ঠাকুরাণীর বাল্যজীবন-সম্বন্ধে এইরূপ বলেন;—"বাল্যকালে, বিবাহের পূর্ব্বে, ঘুড়ি-ওড়ানো, চাকা-চালানো, মেয়েদের মধ্যে রাণী-সাজা, কাহাকে দাসী-করা, কাজ না করিলে কাহাকে বা দণ্ড দেওয়া ইত্যাদি বাল্যখেলা রাণীর পছন্দসই ছিল।" নানাসাহেব ও রাও-সাহেব—ইঁহাদের বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য, তৎকালের পদ্ধতি-অনুসারে, একজন শিক্ষক নিযুক্ত ছিল। এই শিক্ষক ইঁহাদিগকে বর্ণপরিচয়ে শিক্ষা দিতেন। এই সময়ে, মনুবাই ইঁহাদের সান্নিধ্যে থাকাপ্রযুক্ত তাহারও

কতকটা বর্ণ-পরিচয় হইয়াছিল। নানাসাহেব ও রাওসাহেব যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইতেন, মনুবাইও তাঁহাদের সঙ্গে যাইত। নানাসাহেবকে তলবার-খেলা অভ্যাস করিতে দেখিয়া মনুবাইও তলবার ঘুরাইতে চেষ্টা করিত। নানাসাহেব হস্তী আরোহণ করিলে, মনুবাইও হাতীতে চড়িবার জন্য উৎসুক হইত। শ্রীমন্ত বাজীরাওর নিকট তখন একটী মাত্র হস্তী ছিল। একদিন পেশোয়া বাজীরাও, বালিকাকে লইয়া হাতীর উপর বসাইতে নানাসাহেবাদিগকে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহারা কিছুতেই কথা শুনে না, বালিকাও জেদ ছাড়ে না। এই সময়ে, মোরোপন্ত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মনুবাইকে বলিল "তোর অদৃষ্টে হাতী কোথা হইতে আসিবে?" এই কথা শুনিয়া সেই উজ্জ্বল-চেতা বালিকা উত্তর করিল "এক ছেড়ে দশটা হাতী আমার ভাগ্যে আছে।" এইরূপে তেজস্বী রাজকুমারদিগের সংসর্গে থাকিয়া বালিকা মনুবাইর পুরুষোচিত বিবিধ শিক্ষা লাভ হইয়াছিল।

মনু-বাইর বিবাহের বয়স উপস্থিত হইলে, তাহার পিতা মোরোপন্ত অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া যোগ্য পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এক দিন, তিনি কন্যার জন্ম-নক্ষত্র ও গ্রহাদির ফলাফল জানিবার জন্য তাহার জন্ম-পত্রিকা কোন উৎকৃষ্ট গ্রহাচার্য্যকে দেখাইতে মনস্থ করিলেন। দৈবক্রমে সেই সময়ে জ্যোতিঃশাস্ত্রপটু বেদশাস্ত্রবিদ্ তাত্যা-দীক্ষিত নামক এক পণ্ডিত শ্রীমন্ত বাজীরাও-সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মোরোপন্ত স্বীয় কন্যার জন্ম-পত্রিকা তাঁহার সম্মুখে আনিয়া, তাহার ফলাফল গণনা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। কোষ্ঠী দেখিয়া আচার্য্য-ঠাকুর বলিলেন, কন্যার গ্রহফল এতাদৃশ শুভদায়ক যে, সে একদিন রাণী পদবী প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মোরোপন্ত ইহাতে বিশেষ হর্ষ প্রদর্শন না করিয়া ঝাঁশি-প্রদেশে কোন যোগ্য বর পাওয়া যাইতে পারে কি না, সেই বিষয়ে দীক্ষিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

জ্যোতিষী পুনর্ব্বার বলিলেন, "এই বালিকা নিশ্চয়ই রাণী হইবে। সম্প্রতি ঝাঁশির মহারাজ শ্রীমন্ত গঙ্গাধর-রাও-বাবা-সাহেবের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। সেইখানে যদি এই কন্যার বিবাহ ঘটিয়া যায়, তবেই গ্রহের ফলাফল সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইবে।" এই আশাপ্রদ কথা শুনিয়া মোরোপন্ত শ্রীমন্ত বাজীরাও-সাহেবের দ্বারা, ঝাঁশির মহারাজ গঙ্গাধর-রাওর সমীপে এই বিবাহের প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত, জ্যোতিষীকে নিযুক্ত করিলেন। তাত্যা-দীক্ষিত, ঝাঁশির অধিপতি গঙ্গাধর-রাও-বাবা-সাহেবের নিকট গিয়া এই কন্যার সৌন্দর্য্যমহিমা ও গ্রহানুকূল্যের ব্যাখ্যা করিলে, তিনি "বিবেচনা করিয়া দেখিব" এই মাত্র উত্তর করিলেন। পরে, বাজী-রাওর সাগ্রহ মধ্যস্থতা-প্রভাবে তিনি কন্যাকে দেখিবার জন্য রাজ্যের কোন সভাসদ্‌দিগকে বিঠুরে পাঠাইলেন। তাহারা প্রত্যাগত হইয়া বাবা-সাহেবের নিকট কন্যার গুণানুকীর্ত্তন করায় গঙ্গাধর-রাও-বাবা-সাহেব কন্যার পাণিগ্রহণে কৃতসংকল্প হইলেন। বিবাহের দিনও স্থির হইল।

যে দিন সমারোহ-সহকারে নববধূ রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন, সেই সময়ে ঝাঁশির সকল লোকই বলিতে লাগিল, ইনি যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই অবধি তিনি লক্ষ্মীবাই নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। সামান্য বালিকা মনুবাই ঝাঁশির মহারাণী হইবে, ইহা কে জানিত!

"যন্মনোরথশতৈরগোচরং ন স্পৃশন্তি কবয়োঽপি যদ্গিরা।
স্বপ্নবৃত্তিরপি যত্র দুর্লভা লীলয়ৈব বিদধাতি তদ্বিধিঃ॥"

রাণীর দত্তক-গ্রহণ ও রাজ্যচ্যুতি।

বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় মনুবাইর প্রগল্‌ভতার একটু পরিচয় পাওয়া যায়। বিবাহের সময় নব-পরিণীত বধূ ও বরের পরস্পরের বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন করিবার রীতি আছে। তদনুসারে পুরোহিত গ্রন্থি বাঁধিবার উদ্যোগ

করিলে, মন্নুবাই পুরোহিতকে বলিল "ভাল করিয়া দৃঢ়রূপে গ্রন্থিবন্ধন কর"—এই কথা শুনিয়া সেই সময়ে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, কালক্রমে রাণীর একটী পুত্র সন্তান হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনমাসের মধ্যেই করাল কাল তাহাকে হরণ করিল। এই পুত্রশোকের আঘাতে মহারাজ গঙ্গাধররাও রোগগ্রস্ত হইয়া, ক্রমে আসন্ন দশায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তিনি দত্তকগ্রহণেচ্ছু হইয়া স্বীয় বংশের বসুদেবরাও-নেবালকরের পুত্র আনন্দরাওকে, যথাবিধি দত্তকবিধানানুসারে মহাসমারোহ-সহকারে, দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। পরে ইঁহার নাম, দামোদররাও-গঙ্গাধররাও রাখা হইল। মহারাজা, এই দত্তকগ্রহণ-সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত বুণ্ডেলখণ্ডের পোলিটিক্যাল রেসিডেণ্টের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে, বংশপরম্পরাক্রমে ঝাঁশির মালিকী স্বত্ব বজায় থাকিবে বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্ররাওর সহিত ইংরাজ-সরকারের কৃত সন্ধিপত্রে যে উল্লেখ ছিল, সে কথাও এই পত্রের মধ্যে একস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এইরূপে মহারাজা, স্বীয় উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করিয়া, নিশ্চিন্তমনে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। এদিকে, বুণ্ডেলখণ্ডের পোলিটিক্যাল এজেণ্ট, রাজার গৃহীত দত্তকপুত্র ঝাঁশির প্রকৃত উত্তরাধিকারী কি না এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া হিন্দুস্থানসরকারের নিকট স্বীয় মন্তব্য-লিপি লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহার মধ্যে এইরূপ কথার সূচনা ছিল যে, ঝাঁশি-রাজ্য খাস করিয়া লইবার অধিকার ব্রিটিশ-সরকারের আছে এবং এই অবসর ত্যাগ করা উচিত নহে। তবে, ঝাঁশি খাস করিয়া লইলে, রাণীকে ৫০০০ টাকার মাসিক বৃত্তি দিলে ভাল হয় ইত্যাদি। যখন এই রিপোর্ট হিন্দুস্থান সরকারের নিকট প্রেরিত হয়, তখন লাট সাহেব ডালহৌসী অযোধ্যায় ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন; সেই জন্য ছয়মাস কাল এই পত্রের কোন উত্তর আসে নাই। মহারাণী লক্ষ্মী বাইর সম্পূর্ণ আশা ভরসা ছিল যে, কৃপালু ব্রিটিশ-

কার শ্রীমন্ত দামোদররাওর দত্তক-বিধান মঞ্জুর করিয়া তাহাকেই ঝাঁশির গদিতে স্থাপন করিবেন। এই সম্বন্ধে রাণী ঠাকুরাণীও হিন্দুস্থান-সরকার-সমীপে এক পত্র প্রেরণ করেন। লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে পর, ইংরাজ সরকারের পররাষ্ট্রীয় সেক্রেটরি জে-পি-গ্রাণ্ট সাহেব ঝাঁশি-রাজ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত ও ইংরাজ-সরকারের সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া তাঁহার সম্মুখে অর্পণ করিলেন। এই রিপোর্টের মুখ্য তাৎপর্য্য, ঝাঁশি-রাজ্য খাস করিয়া লওয়া। এই রিপোর্টের উপরেই ভর করিয়া লাটসাহেব স্বীয় আদেশ-মন্তব্য প্রচার করিলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই:—যেহেতু ঝাঁশি স্বাধীন রাজ্য নহে—ইংরাজ সরকারের অধীনস্থ মাণ্ডলিক রাজ্য মাত্র, অতএব সার্ব্বভৌম অধিপতি ব্রিটিশ-সরকারের অনুমতি ব্যতীত মহারাজার দত্তকগ্রহণ করিবার অধিকার নাই। এবং যেহেতু গঙ্গাধর-রাওর যে সকল পূর্ব্বপুরুষের সহিত ব্রিটিশ-সরকারের বাধ্যবাধকতা-সম্বন্ধ ছিল তাহাদের বংশের কোন সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান নাই, অতএব এই দত্তক-বিধান মঞ্জুর করিয়া ঝাঁশির গদি স্থায়ী রাখিতে ব্রিটিশ-সরকার বাধ্য নহেন। এতদ্ব্যতীত ঝাঁশি-রাজ্য ব্রিটিশ-সরকারের মধ্যে ভুক্ত হইলে সমস্ত বুন্দেলখণ্ডের রাজ্য-ব্যবস্থা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবে এবং ব্রিটিশ সুশাসনে সমস্ত প্রজাবর্গেরও কল্যাণ হইবে।

অতএব রাণীর জীবদ্দশা-পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৫০০০ টাকার মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া ঝাঁশি-রাজ্য খাস করিয়া লওয়া হউক।

প্রকৃত কথা লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াই যে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য ও জাইগীর তখনও ব্রিটিশ সরকারের অধীন হয় নাই, তাহাদিগকে যেন-তেন-প্রকারেণ ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত করিবার জন্য তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা হইয়াছিল। এই সর্ব্বগ্রাসী নীতি অবলম্বন করিলে বচন-ভঙ্গরূপ মহাপাতক হইবে এবং ইংরাজের শুভ্র যশে কলঙ্ক স্পর্শ

করিবে—ডুাক অফ ওএলিংটন প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিপটু বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই রূপ বারম্বার প্রতিপাদন করা-সত্ত্বেও লর্ড ডালহৌসী তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি প্রথমে, সাতারার ছত্রপতি শহাজি মহারাজের গৃহীত দত্তক নামঞ্জুর করিয়া সাতারা আত্মগ্রাস করিলেন। পরে নাগপুর ও তাঞ্জোরের এই গতি হইল। অবশেষে ঝাঁশি রাজ্যের উপর তাঁহার উদ্যত বজ্র সবেগে আসিয়া পড়িল।

আজ হইতে ঝাঁশি-রাজ্য খাস হইল এই আদেশ-লিপি ও ঘোষণাপত্র লইয়া মেজর-এলিস-সাহেব রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। দরবার-মহলে চীক-পর্দার অন্তরালে রাণী ঠাকুরাণীর সহিত তাঁহার ভেট হইল। এলিস-সাহেব ঘোষণাপত্র পড়িয়া শুনাইলেন এবং "আপনাকে পূর্ণ পরিমাণে বৃত্তি দেওয়া হইবে ও আপনার যথাযোগ্য মান-মর্যাদা পালিত হইবে" এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন। কিন্তু ঝাঁশি খাস করিয়া লওয়া হইল, এই দারুণবার্ত্তা শুনিবামাত্র রাণী একেবারে বজাহত হইলেন। ইহা দেখিয়া এলিস-সাহেব তাঁহাকে নানা-প্রকার সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে বিদায় প্রার্থনা করিলে, রাণী ঠাকুরাণীর সুমধুর কণ্ঠ হইতে এই করুণোক্তি সবেগে উচ্ছ্বসিত হইল :—"মেরা ঝাঁশি দেঙ্গা নেই!"

ঝাঁশি ব্রিটিশ-রাজ্যভুক্ত হইয়া গেলে, বুণ্ডেলখণ্ডের পোলিটিকেল এজেণ্ট ম্যালকম-সাহেব, হিন্দুস্থান-সরকারের পর-রাষ্ট্রীয় সেক্রেটারিকে ঝাঁশির রাণী সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব করিয়া এক মন্তব্য-লিপি লিখিয়া পাঠাইলেন। সেই প্রস্তাবগুলির স্থূল মর্ম্ম এই :—(১) রাণীর জীবদ্দশা-পর্যন্ত রাণীকে ৫০০০ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয়। (২) বাসের জন্য রাণীকে ঝাঁশির রাজবাটী অর্পণ করা হয়—এবং আরও বলিলেন, সেই রাজবাটী রাণীর নিজ সম্পত্তি, এইরূপ বুঝিতে হইবে। (৩) মহারাজা গঙ্গাধর-রাওর ইচ্ছানুসারে, রাজ্যের জহরৎ ও তহবিলের অবশিষ্ট নগদ টাকা, হিসাব করিয়া রাণী-সাহেবকে দেওয়া হয়

এবং রাণীর যে সকল আত্মীয় কুটুম্ব আছে তাহাদিগের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া একটা তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই পত্রের উত্তরে লর্ড ডেল-হৌসী তাঁহার মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইলেন; এবং ম্যালকম-সাহেবের অন্যান্য প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া কেবল এক বিষয়ে অনভিমত প্রকাশ করি-লেন। তিনি বলিলেন, রাজ্যের জহরৎ ও নিজস্ব সম্পত্তি দত্তক পুত্রের প্রাপ্য, দত্তকপুত্র যাবৎ বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় তাবৎ তাহা গচ্ছিত থাকিবে। আইনানুসারে রাজার গৃহীত দত্তকপুত্র রাজ্যাধিকারী না হইলেও, মহা-রাজের নিজস্ব সম্পত্তির সে যে অধিকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পত্র পাইয়া ম্যালকম-সাহেব, কেল্লার অভ্যন্তরস্থ রাজবাটী হইতে জহরৎ ও নগদ তহবিলের টাকা উঠাইয়া আনিয়া সহরের রাজবাটীতে গিয়া রাণী ঠাকুরাণীর জিম্মা করিয়া দিলেন এবং রাণীকে সহরের রাজবাটী ছাড়িয়া দিয়া, কেল্লার রাজবাটী ও সমস্ত কেল্লা, ইংরাজ-সরকারের তরফে অধি-কার করিলেন।

এদিকে ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়নিষ্ঠার উপর রাণী-ঠাকুরাণীর অগাধ বিশ্বাস থাকায়, তিনি এই সামান্য ৫০০০ টাকার বৃত্তি গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন এবং সমস্ত ঝাঁশি-রাজ্য যাহাতে পুনর্ব্বার ফিরিয়া পান তজ্জন্য বিধিমতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নামক একজন বাঙ্গালী ও আর একজন য়ুরোপীয়কে ৬০০০০৲ টাকা দিয়া এবং তৎসঙ্গে একটা দরখাস্ত দিয়া, বিলাতের কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই দরখাস্তের মধ্যে, একস্থলে এইরূপ লেখা হয় যে, "ইংরাজ-সরকার আমাদিগকে ঝাঁশি-রাজ্য দান করেন নাই; পেশোয়ার রাজত্ব-কালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অনেক পরাক্রমের কার্য্য করায়, তাঁহাদের নিজ বাহাদুরী-বলেই উহা অর্জ্জন করিয়াছিলেন—অত-এব উহাতে ইংরাজ-সরকারের কোন অধিকার নাই।" এই দরখাস্ত লইয়া, ঐ দুই মোক্তার বিলাতে গিয়া যে কি করিলেন, তাহার বার্ত্তা

কিছুই জানা যায় না। নানাসাহেবের প্রেরিত মোক্তার আজিম-উল্লা-খাঁ বিলাতে গিয়া মজা উড়াইয়া ও রুশীয় সৈন্যের সামিল হইয়া সিবাষ্টপুলের লড়াই দেখিয়াছিলেন, এই মাত্র সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু রাণী ঠাকুরাণীর প্রেরিত মোক্তারদিগের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ইতিমধ্যে, কোর্ট-অব্-ডাইরেক্টর, হিন্দুস্থান-সরকারের অবধারিত প্রস্তাবে পূর্ণ সম্মতি দিয়া, লাটসাহেবকে পত্র লিখিলেন। এদিকে রাণী ঠাকুরাণীর তখনও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার মোক্তারেরা বিলাতে তাঁহার দাবী-সম্বন্ধে যথাসাধ্য আন্দোলন করিতেছে। উহা যে বৃথা আশা, অন্তঃপুর-চারিণী মহারাণী তখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

ঝাঁশি ইংরাজের অধীন হইলে, শ্রীমান সাহেব ঝাঁশির কমিশনর পদে প্রথম নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে, ব্রিটিশ-সরকারের মিত্র শিবরাও-ভাউর ঝাঁশি-রাজ্য তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের হস্ত হইতে চির-কালের মত বিচ্যুত হইল এবং

"ইদমেব নরেন্দ্রাণাং স্বর্গদ্বারমনর্গলং।
যদাত্মনঃ প্রতিজ্ঞা চ প্রজা চ পরিপাল্যতে॥"

এই নীতি সর্ব্বথা পরিপালিত না হওয়ায় পরিণামে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইল তাহা কে না জানে! ঝাঁশির এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, "আরাধনা-বলে সর্ব্বফল মেলে" রামদাস স্বামীর এই উক্তিতে রাণী কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা অনুভব করিয়া স্বীয় অবশিষ্ট জীবিতকাল ঈশ্বরারা-ধনায় অতিবাহিত করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। পতির পরলোক-প্রাপ্তির পর কিছু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার নিতান্ত ঔদাস্য উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি রাত্রি চারিটার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, স্নানাদি সমাধা করিয়া আট ঘটিকা পর্য্যন্ত পূজার্চ্চনা করিতেন। তদনন্তর পোষাক পরিয়া রাজবাটীর অঙ্গনে চারি পাঁচটা ঘোড়া দৌড় করাইতেন, এগারটা বাজিলে নিত্যনিয়মিত দানক্রিয়া করিয়া আহার করিতেন। ভোজনের

পর তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত এক হাজার এক শত রামনাম কাগজে লিখিয়া মৎস্যদিগের নিকট নিক্ষেপ করিতেন। সায়ংকাল হইতে রাত্রি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত পুরাণ শ্রবণ করিতেন এবং কেহ দেখা করিতে আসিলে দেখা করিতেন। পুরাণ-পাঠ শ্রবণান্তে পুনর্ব্বার স্নান করিয়া দেবপূজা করিতেন; প্রতি শুক্রবার উপবাস করিতেন ও সূর্য্যাস্তকালে শ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর দর্শনে নির্গত হইতেন।

ঝাঁশি খাস করিয়া লইবার পর, রাজ্যের পুরাতন দরবারী লোকদিগকে অবসর দেওয়া হয়, এই জন্য রাণী ঠাকুরাণীর পিতা মোরোপন্ত ও লক্ষ্মণ-রাও কেবল এই দুই ব্যক্তি রাণী ঠাকুরাণীর কাজকর্ম্ম তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন। এক্ষণে রাজবাটীর সমস্ত বৈভব-মহিমা তিরোহিত হইয়া, রাণী ঠাকুরাণীর দৈন্যদশা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে আর একটী ঘটনা হওয়ায় তাঁহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট উপস্থিত হইল। দত্তকপুত্র দামোদর রাওর প্রতি রাণী ঠাকুরাণীর প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। দামোদর রাও সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তাঁহার উপনয়নের প্রস্তাব হইল। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার নিকট যথেষ্ট অর্থ না থাকায়, দামোদর-রাওর নামে যে টাকা জমা ছিল তাহা হইতে এক লক্ষ টাকা অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কমিসনরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। কমিসনর সাহেব তাঁহার বরিষ্ঠ পদবীর কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে জানাইলেন। সেইখান হইতে এই উত্তর আসিল, চারি জন সুপ্রতিষ্ঠ লোকেরা জামানতিতে যদি এইরূপ লিখিয়া দেওয়া হয় যে, বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন এই টাকা দাবী করিবে তখনই এই টাকা সরকারী তহবিলে পুরণ করিয়া দেওয়া হইবে, তাহা হইলে এই টাকা দেওয়া যাইতে পারে। এই কথা-অনুসারে রাণী ঠাকুরাণী ৪ জন সুপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিকে জামিন দিয়া একলক্ষ টাকা লইয়া দামোদর-রাওর উপনয়ন অনুষ্ঠান সমাধা করিলেন।

এইরূপে কায়ক্লেশে ও মনঃকষ্টে রাণীর জীবন অতিবাহিত হইতেছিল

এমন সময়ে জগৎপ্রসিদ্ধ ১৮৫৭ অব্দের ভীষণ রক্তপতাকা ভারত-গগনে উড্ডীন হইল। এই সম্বন্ধে স্বয়ং দামোদর-রাওর লেখনী হইতে যে খেদোক্তি নির্গত হইয়াছে তাহা এই ঃ—"এইরূপে, রাণী লক্ষ্মী বাই-সাহেব সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, রাজ্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, স্বীয় গ্রহ-বৈগুণ্যের দিন ঈশ্বর-চিন্তায় অতিবাহিত করিতেছিলেন, কিন্তু সেই পূর্ব্ব গ্রহবৈগুণ্যের লাঘব না হইতে হইতেই অভিনব দুর্ভাগ্য দারুণভাবে তাঁহার পৃষ্ঠানুসরণ করিল। ধ্যানে, মনে বা স্বপ্নেও যাহা অকল্পনীয়, ঘরে বসিয়া এইরূপ সঙ্কটে তিনি পতিত হইলেন এবং নিজেরও সেই সঙ্গে আমাদিগের সুখ সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া ও পরিশেষে স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত আহুতি দিয়া, এই অজ্ঞান-দেশে এই জগতীতলে আমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থান রাখিয়া গেলেন না।"

মহারাণী লক্ষ্মীবাই ঔদাস্যব্রত ত্যাগ করিয়া, কিরূপে অল্পে অল্পে বিপ্লব-তরঙ্গের মধ্যে—ঘোর সমরাবর্ত্তের মধ্যে নীত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। আপাতত এই বলিয়া উপসংহার করি,

"ভবিতব্যং ভবত্যেব, কর্ম্মণামীদৃশী গতিঃ।"

সিপাহী-বিদ্রোহ।

১৮৫৮ অব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ বঙ্গদেশে সূত্রপাত হইয়া ক্রমশঃ সেই বিদ্রোহানল মিরট, দিল্লি প্রভৃতি স্থানে প্রসারিত হইল। মিরট ও দিল্লির বিদ্রোহ-সমাচার ঝাঁশিতে আসিয়া পৌঁছিল। এই সময়ে ঝাঁশি-স্থিত সিপাহী-পল্টনের অধিনায়ক কাপ্তেন ডন্‌লপ্‌, এবং ঝাঁশির কমিশনর ও সমস্ত রাষ্ট্রীয় বিভাগের কর্ত্তা, কাপ্তেন আলেক্‌জাণ্ডার স্কীন ছিলেন। তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, আর সকল স্থানের সৈন্য বিগড়াইলেও, ঝাঁশির সৈন্য কখনই বিগড়াইবে না। বিশেষতঃ, ঝাঁশির রাণী অবলা,

রমণী, কঠোর বৈধব্য-ব্রতানুষ্ঠানে দিনপাত করিতেছেন। ঝাঁশি খাস হইবার পরেও, রাণী কোন প্রকার দুরাগ্রহ বা জিদ্ প্রদর্শন করেন নাই; তিনি অতি সহিষ্ণু, উদার-বুদ্ধি ও রাজনিষ্ঠ;—অতএব তাঁহার অধিকারের মধ্যে রাজদ্রোহ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব, ইহাই স্কীন সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অথচ এই সময়ে তলে-তলে, বিদ্রোহের যে গুপ্ত-পরামর্শ চলিতেছিল তাহা তিনি আদৌ জানিতে পারেন নাই। ২ জুন তারিখে ঝাঁশি-সিপাহীদিগের প্রকৃতি ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই দিন, একটা ঘরে আগুন লাগে; লোকে ভাবিল, উহা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। তাহার পর, ৪ তারিখে, কালা-পদাতিক-পল্টনের তৃতীয় দলের মধ্যে বিদ্রোহের প্রকাশ্য কার্য্য আরম্ভ হইল। গুরবকস্ নামক এই পল্টনের হাওলদার কতকগুলি সিপাহী সঙ্গে লইয়া "ষ্টার ফোর্টের" মধ্যে প্রবেশ করিল। এই ক্ষুদ্র ইমারতের মধ্যে, বন্দুক বারুদ গোলা, খাজনা-তহবিল সমস্তই রক্ষিত হইত। এই বিদ্রোহী সিপাহীরা তৎসমস্ত দখল করিয়া লইল। ইহা জানিতে পারিয়া, ডন্‌লপ্ সাহেব, দ্বাদশ পল্টনের বাকী লোকদিগকে একত্র করিয়া তাহাদিগের কাওয়াৎ (প্যারেড্) করাইলেন, এবং তাহাদিগকে প্রশমিত করিবারও বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ভয়-চিহ্ন দেখিবামাত্র, সমস্ত য়ুরোপীয় লোক ছাউনী ত্যাগ করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কাপ্তেন স্কীন ও গর্ডন সাহেব কেল্লার মধ্যে যাইবার জন্য সমস্ত য়ুরোপীয়দিগকে গুপ্তভাবে পরামর্শ দিলেন। কাপ্তেন ডন্‌লপ্ সাহেবও তাঁহার সাহায্যার্থে একদল সৈন্য পাঠাইতে নৌগাঙ্গের সেনা-নায়ককে পত্র লিখিলেন। পর দিন সকালে, কাপ্তেন স্কীন ও গর্ডন, ইঁহারা সেনা-নায়ক ডন্‌লপ্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ছাউনী-স্থানে আসিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে গুপ্ত পরামর্শ হইয়া প্রতিবিধানের সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইল। ডন্‌লপ্ এন-সাইন্ টেলরকে সঙ্গে করিয়া, কাওয়াৎ-স্থানে কাওয়াৎ করাইবার জন্য

আসিলেন। পল্টনের বিদ্রোহী সিপাহীরা দুই জনকে গুলি করিয়া মারিল। ঝাঁশির প্রধান সেনানায়ক নিহত হওয়ায়, বিদ্রোহিদল বিজয়ানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং অন্যান্য য়ুরোপীয়দিগকে যম-সদনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। এই সময়ে, স্ত্রীপুত্র-সহ স্কীন—কমিশনর সাহেব, গর্ডন—ডেপুটি কমিশনর সাহেব ইত্যাদি প্রায় ৪।৫ জন কেল্লার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা সশস্ত্র হইয়া দুর্গরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কেল্লার প্রকাণ্ড সিংহদ্বার রুদ্ধ করিয়া স্থানে স্থানে প্রস্তর-রাশি স্তূপাকার করিয়া রাখিলেন। বিদ্রোহিগণ ছাউনী-স্থিত য়ুরোপীয়দিগকে নিহত করিয়া কেল্লার অভিমুখে অগ্রসর হইল। কেল্লার অভ্যন্তরস্থ য়ুরোপীয়েরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে হটাইবার চেষ্টা করিল, এবং পর দিবস রাণী ঠাকুরাণীর নিকট সাহায্য প্রার্থনায় তিন জন য়ুরোপীয়কে রাজবাটীতে প্রেরণ করিল। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে পথে ধৃত করিয়া নিহত করিল। এবং কতকগুলা পুরাতন তোপ তৈয়ার করিয়া কেল্লার উপর গোলা বর্ষণের উদ্যোগ করিল। কিন্তু সেই তোপগুলা বেমেরামৎ অবস্থায় থাকায়, কোন ফল হইল না। এদিকে, কেল্লার লোকেরাও বিদ্রোহীদিগের উপর গোলা-গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে অনেক বিদ্রোহী পিছু হঁটিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহাদের লোকসংখ্যা অধিক থাকায় তাহারা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা কেল্লার গুপ্তদ্বারের সন্ধান পাইয়া কেল্লার মধ্যে হল্লা করিয়া প্রবেশ করিল। এবং কেল্লার দরজা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইল। য়ুরোপীয়েরা গুলিবর্ষণ করিয়া প্রাণ-পণে যুদ্ধ করিতে লাগিল; য়ুরোপীয় মহিলারাও যুদ্ধে সাহায্য করিতে লাগিল। কাপ্তেন স্কীন সাহেব চিতা-বাঘের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদিগের মধ্যে একজন তীরন্দাজ লক্ষ্য সন্ধান করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল। ক্রমে য়ুরোপীয়দিগের গোলা-বারুদও

নিঃশেষ হওয়ায়, বিদ্রোহীরা কেল্লার অনেক স্থান অধিকার করিল। ইহাতে য়ুরোপীয়েরা হতবীর্য্য ও হতাশ হইয়া সন্ধির নিশান প্রদর্শন করিল। বিদ্রোহীরা স্কীন সাহেবকে বলিয়া পাঠাইল, যদি তোমরা অস্ত্রত্যাগ করিয়া, কেল্লার দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বাহিরে আইস তাহা হইলে তোমাদিগের একটী কেশও স্পর্শ করিব না। কিন্তু এই কথা অনুসারে য়ুরোপীয়েরা দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক যেমন বাহিরে আসিল, অমনি বিদ্রোহীরা হল্লা করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং তাহাদিগের সকলকে পীঠমোড়া করিয়া ফেলিল এবং এই ভাবে তাহাদিগকে সহরের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল; ইতিমধ্যে, বকৃশিস আলী নামক এক সোয়ার আসিয়া বলিল, উহাদের প্রাণবধের হুকুম হইয়াছে, এই বলিয়া সে তলোয়ারের এক ঘায়ে স্কীন সাহেবের মস্তক উড়াইয়া দিল এবং তাহার অধীনস্থ লোকেরা, স্ত্রীপুত্রসহ বাকী য়ুরোপীয়দিগের প্রাণ নাশ করিল।

ইংরাজদিগের বিশ্বাস, এই সমস্ত নৃশংস কার্য্যে রাণী ঠাকুরাণীর সম্পূর্ণ অনুমোদন ও সহায়তা ছিল। কিন্তু আমাদের গ্রন্থকার বলেন, তিনি এ সম্বন্ধে বিশ্বস্ত সূত্র হইতে যে প্রকৃত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টরূপে দেখা যায়, ইহাতে রাণী সাহেবের কোন হাত ছিল না।

জুন মাসের প্রারম্ভেই, ঝাঁশির সৈন্য মধ্যে একটু বিদ্রোহভাবের সূচনা দেখিয়াই, ডেপুটি কমিশনর কাপ্তেন গর্ডন সাহেব ও ছাউনীস্থিত আর আর য়ুরোপীয়েরা রাণীঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন ও তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাহাতে রাণী এইরূপ বলেন, তোমাদিগকে আশ্রয় দান করিলে বিদ্রোহী সিপাহীরা আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইবে আমি জানি, তথাপি আমি তোমাদিগের যথাসাধ্য সাহায্য করিব। তৎকালে, রাণীর খাস-সৈন্যের মধ্যে দেড় দুই শত জন মাত্র ছিল, ইংরাজদিগের সাহায্য করিবার জন্য আরও বেশি লোক রাখিতে গর্ডন সাহেব রাণীকে অনুরোধ করিলেন। তাহার পর দিবস, গর্ডন সাহেব একক

রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাণীঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, আমাদিগের যাহাই হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাদিগের মহিলাদিগের সংরক্ষণভার আপনাকে লইতেই হইবে। তাহাদিগকে আপনার রাজবাটীতে আশ্রয় দিউন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। রাণীঠাকুরাণী উত্তর করিলেন, আমার যতদুর সাধ্য আমি করিব, তোমাদিগের কোন চিন্তা নাই। তাহার পর দিবস, য়ুরোপীয় মহিলারা রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। তাহাদিগের থাকিবার জন্য একটা প্রশস্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাহাদিগের রক্ষার জন্য প্রহরী নিযুক্ত হইল। কিন্তু ছাউনী মধ্যে বিদ্রোহীরা যখন হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল, তখন ত্রস্ত য়ুরোপীয়েরা ভীত হইয়া কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহাদিগের মহিলাদিগকেও রাজবাটী হইতে উঠাইয়া আনিয়া কেল্লার মধ্যে স্থাপন করিল। কেল্লার মধ্যে চলিয়া যাইবার পরেও, রাণীঠাকুরাণী য়ুরোপীয়দিগকে বারম্বার ভরসা দিলেন এবং দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত গোপনে রাত্রিকালে তিন মণ করিয়া গমের রুটি তাহাদের আহারের জন্য পাঠাইতে লাগিলেন। এদিকে, কর্ণেল ম্যালিসন সাহেব বলেন, "রাণীঠাকুরাণী মুখ্য-মণ্ডলী-সমভিব্যাহারে দুই নিশান উড়াইয়া মহাসমারোহে ছাউনীর মধ্যে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে হাসন-আলী নামক এক মোল্লা, সকল মুসলমানকে নিমাজ পড়িতে ডাকিয়া তাহাদিগকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিল এবং সেই উত্তেজনাবাক্যে সকল লোকে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল।" কিন্তু আমাদের লেখক বলেন, ইহা ম্যালিসন সাহেবের বুঝিবার ভুল। কারণ, রাণীঠাকুরাণীর সপত্নীমাতা বলেন, সে সময়ে তিনি রাজবাটী হইতে আদৌ বাহির হন নাই। বোধ হয়, বিদ্রোহীরা একটা মিথ্যা ঠাট সাজাইয়া লোকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্যই এইরূপে বাহির হইয়া থাকিবে।

রাণীঠাকুরাণী, প্রথমে বিদ্রোহীদিগকে যে সাহায্য করেন নাই তাহার

বিশেষরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে, তাঁহার অধীনে সুচতুর বুদ্ধিমান লোক ও সৈন্যসামন্ত অধিক না থাকায় এবং বিদ্রোহিদল প্রবল হইয়া উঠায়, তিনি ইংরাজদিগকে সমুচিত সাহায্য করিতে পারেন নাই। তথাপি, বিদ্রোহীরা দিল্লি অভিমুখে চলিয়া গেলে, নিহত য়ুরোপীয়দিগের শব, তিনি আপনার লোকজনের দ্বারা উঠাইয়া আনিয়া তাহাদিগের রীতিমত সমাধি সৎকার করাইয়াছিলেন; এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে যে দুই একজন ইংরাজপুরুষ ও স্ত্রীলোক লুকাইয়া আপনাদিগের প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, রাণীঠাকুরাণী তাহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে মার্টিন নামক এক সাহেব আগ্রাতে এখনও জীবিত আছেন। তিনি, রাণীঠাকুরাণীর দত্তকপুত্র দামোদর রাওকে ২০ আগষ্ট, ১৮৮৯ অব্দে যে পত্র লেখেন, তাহাতে এই কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। "তিনি বলেন:—আপনার মাতা বেচারার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ও নৃশংস ব্যবহার করা হইয়াছে এবং তাঁহার আসল বৃত্তান্ত আমি যেমন জানি এমন আর কেহই জানে না। ১৮৫৭ অব্দের জুন মাসে ঝাঁশিনিবাসী য়ুরোপীয়দিগের যে হত্যাকাণ্ড হয়, তাহাতে রাণী আদৌ যোগ দেন নাই। তদ্বিপরীতে বরং তিনি, য়ুরোপীয়েরা কেল্লার মধ্যে যাইবার পরে, দুই দিবস ধরিয়া তাহাদিগের আহারের যোগান দিয়াছিলেন—একশত জন বন্দুকধারী লোক "করারা" হইতে আনাইয়া আমাদিগের সাহায্যের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু একদিন কেল্লার মধ্যে রাখিয়া, সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে রাণীঠাকুরাণী, মেজর স্কীন ও কাপ্তেন গর্ডনকে,—"দতিয়া" নামক স্থানে পলায়ন করিয়া তত্রস্থ রাজার আশ্রয়ে থাকিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু এ কথাতেও তাঁহারা কর্ণপাত করিলেন না এবং অবশেষে তাঁহারা আপনাদিগের নিজের সৈন্যের দ্বারাই নিহত হইলেন।"

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকার কে-সাহেবও এইরূপ বলেন:—"আমি

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, হত্যাকাণ্ডের সময় রাণীর কোন ভৃত্যই উপস্থিত ছিল না। ইহা প্রধানতঃ আমাদের নিজের অনুচরবর্গেরই কাণ্ড বলিয়া বোধ হয়। অনিয়মিত দলের অশ্বারোহী সিপাহীরাই এই রক্তময় ভীষণ আদেশ প্রচার করে এবং দারোগাই এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান সর্দ্দার।”

সে যাহাই হউক, ধারাবাহিক ঘটনার সূত্রটী আবার ধরা যাউক। ঝাঁশির বিদ্রোহীরা য়ুরোপীয়দিগকে নিহত করিয়া রাজবাটীর অভিমুখে যাত্রা করিল এবং রাণীঠাকুরাণীকে এই কথা বলিয়া পাঠাইল;—আমাদিগের দিল্লি যাইতে হইবে, ইহার দরুণ তিন লক্ষ টাকা আবশ্যক ; এই টাকা যদি আপনি না দেন, তাহা হইলে আপনার রাজবাটী তোপের দ্বারা এখনই উড়াইয়া দিব। রাণীর পিতা মোরপন্ত ও দেওয়ান লক্ষ্মণ-রাও, রাণীর নিকট আসিলেন এবং এই সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী অবলা স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহার অপরিসীম সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধি ছিল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া রাজ্যরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বিদ্রোহের নেতাদিগের নিকট এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন ; “আমার সমস্ত রাজ্য ইংরাজ-সরকার খাস করিয়া লওয়ায় আমি অর্থহীন হইয়াছি—এক্ষণে আমার নিতান্ত দৈন্যদশা উপস্থিত। এই সময়ে আমার ন্যায় গরিব অবলাকে কষ্ট দেওয়া তোমাদের উচিত নহে।” বিদ্রোহীরা ইহার প্রত্যুত্তরে এইরূপ বলিয়া পাঠাইল ; “তোমার নিকট হইতে যদি খর্চার হিসাবে কিছু টাকা না পাওয়া যায়, তবে তোমার প্রাসাদ দখল করিয়া, আমাদের অধিকৃত ঝাঁশির রাজ্য তোমার স্বসম্পর্কীয় সদাশিব-রাও-নারায়ণকে দেওয়া যাইবে।” রাণী এই কথা শুনিয়া নিরুপায় হইয়া আপনার নিজ সম্পত্তি হইতে এক লক্ষ টাকা বিদ্রোহীদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন ; তখন, বিদ্রোহীরা রাজবাটী ছাড়িয়া দিয়া, আপনাদিগের সমস্ত সৈন্যমধ্যে এই দোহাই-বাক্য প্রচার করিল

"খোদার মুলুক, বাদশার মুলুক, রাণী লক্ষ্মীবাইর আমল," এই দোহাই দিয়া বিদ্রোহীরা দিল্লি, নৌগাঙ্গ প্রভৃতি স্থানাভিমুখে যাত্রা করিল।

এই সময়ে রাণীঠাকুরাণীর অধীনে, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি কেহই ছিল না। ঝাঁশি খাস হইয়া গেলে, অনেক ভাল ভাল লোক ঝাঁশি হইতে বিদায় হইয়া যায়। এক্ষণে, কোন গুরুতর রাষ্ট্রীয় কাজ উপস্থিত হইলে সুপরামর্শ দিবার কেহই ছিল না। রাণী স্বয়ং কুশাগ্রবুদ্ধি ও চতুর ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অন্তঃপুরবাসিনী হওয়ায় অনেক সময় অনেক কথা তাঁহার গোচর হইত না। তাঁহার অধীনস্থ অযোগ্য কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে না জানাইয়াই অনেক কাজের নিষ্পত্তি করিত। ইংরাজ সরকার হইতে কোন পত্রাদি আসিলে তাহারা তাহার রীতিমত জবাব দিত না; সুতরাং রাণীঠাকুরাণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মিত্রভাব ইংরাজদিগের গোচর হইত না। ইহা হইতে অনেক অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। একজন ইংরাজী-জানা শিরেস্তাদার পূর্ব্বে ছিল, প্রধান কর্ম্মচারীরা তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করায় আরও গণ্ডগোল ও কাজের বেবন্দবস্ত আরম্ভ হইল। রাণী মনে করিতেন, তাঁহার অভিপ্রায়-অনুসারে পত্রাদি লিখিত হইয়া ইংরাজ-সরকারের নিকট যাইতেছে, অথচ সেরূপ কিছুই হইত না। এই গণ্ডগোলের মধ্যেও, দুই একটা পত্র বোধ হয় ইংরাজ-সরকারের নিকট পৌঁছিয়াছিল। কারণ, ঝাঁশির কমিশনর পিন্‌কুলে সাহেব স্পষ্ট লিখিয়াছেনঃ—"খুব বিশ্বস্ত সূত্র হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে, রাণী আমাদিগের স্বদেশীয়দিগের হত্যাকাণ্ডে দুঃখ প্রকাশ করিয়া জব্বলপুরের কমিশনরকে পত্র লিখেন এবং এইরূপ পত্রাদি লিখিয়া তিনি ইংরাজ-সরকারের সহিত মিত্রভাব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আরও এইরূপ লেখেন যে, সেই হত্যাকাণ্ডে তাঁহার কোন হাত ছিল না এবং যাবৎ না ইংরাজ-সরকার ঝাঁশি পুনরধিকার করিবার বন্দবস্ত করিবেন, তাবৎ ঝাঁশি-রাজ্য রাণী তাঁহার নিজ দখলে রাখিবেন। এতদ্ব্যতীত, এই পত্র

যিনি স্বহস্তে কমিশনর সাহেবের হাতে দিয়াছিলেন, সেই মার্টিন সাহেব এখনও জীবিত আছেন। তিনি রাণীঠাকুরাণীর দত্তকপুত্রকে যে পত্র লেখেন তাহার মধ্যে একস্থলে এইরূপ আছে ঃ—"তিনি (রাণী) একদিন সাহেবের নিকট জব্বলপুরে পত্র পাঠাইয়া দেন, আমি সেই পত্র নিজহস্তে কমিশনর সাহেবকে দেই—রাণীর কৈফিয়ৎ শুনিয়া তিনি কি বলেন, আমি জানিতে উৎসুক হইলাম—কিন্তু না!—ঝাঁশির নাম খারাপ হইয়া গিয়াছে; কিছু না শুনিয়াই—কোন বিচার না করিয়াই, ঝাঁশি অপরাধী সাব্যস্ত হইল।"

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রথমে রাণী ইংরাজের বিরুদ্ধে ছিলেন না, তাঁহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ ঝাঁশি-রাজ্য শাসন করিতেছিলেন মাত্র।

এদিকে, ঝাঁশি-রাজ্য ইংরাজের হস্তচ্যুত হইয়া আবার রাণীর হস্তগত হইয়াছে দেখিয়া, ঝাঁশিরাজ্যের একজন দাবীদার সদাশিব-দামোদর এই অবসরে ঝাঁশির গদি অধিকার করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ঝাঁশির ৩০ মাইল দূরে, করেরা নামক একটি কেল্লা দখল করিয়া সদাশিব-রাও "ঝাঁশির মহারাজা" এই উপাধি ধারণ করিলেন। ঝাঁশির রাণী এই কথা শুনিবামাত্র এক সহস্র সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সেই সৈন্যমণ্ডলী করেরা অবরোধ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি সিন্ধিয়ার রাজ্যে পলায়ন করিলেন এবং সেখান হইতে ঝাঁশি আক্রমণের উদ্যোগ করায়, রাণী তাঁহার বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ সদাশিবকে এইবার বন্দী করিয়া আনিল।

একদল শত্রু পরাভূত না হইতে হইতেই ঝাঁশির নিকটস্থ বোরছা নামক রাজ্যের দেওয়ান নথে-খাঁ বিশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ঝাঁশির বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। এবং ঝাঁশির নিকটস্থ বেত্রবতী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে রাণীর সৈন্য অতি অল্প ছিল। নথে-খাঁ রাণীঠাকুরাণীকে বলিয়া পাঠাইল ঃ—"ইংরাজ-সরকার তোমার

ভরণ-পোষণের জন্য যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই বৃত্তি আমি দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি ঝাঁশির কেল্লা ও সহর আমাকে ছাড়িয়া দেও।” এই কথা শুনিবামাত্র রাণীর অত্যন্ত ক্রোধ উৎপন্ন হইল। তিনি এই বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য আপনার দেওয়ান ও প্রধান-মণ্ডলীকে ডাকাইলেন। তাহারা বলিল, যদি আপনি বোরছার রাণী লড়য়ী বাইর নিকট হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হন, তবে আর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? এই কথা শুনিয়া রাণীর অত্যন্ত কষ্ট হইল; এবং এই কাপুরুষোচিত পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া সেই তেজস্বিনী মহিলা নথে-খাঁর নিকট এইরূপ উত্তর পাঠাইয়া দিলেন:—“আমি শিবরাও-ভাউর পুত্র-বধূ; তোমাদিগের ন্যায় বুন্দেলখণ্ডের লোকদিগকে স্ত্রীলোক বানাইয়া ছাড়িয়া দিতে পারি, এরূপ সামর্থ্য আমার আছে—অতএব তুমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।” এই উত্তর প্রাপ্ত হইবা-মাত্র নথে-খাঁর ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং তিনি সসৈন্যে ঝাঁশি-অভি-মুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাণীঠাকুরাণী, ঝাঁশি-রাজ্যের অভিজাত ঠাকুর-মণ্ডলী ও বুন্দেলখণ্ডের জাইগীরদারদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া দরবার বসাইলেন এবং সেই দরবারে তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার অধীনস্থ সর্দ্দার—আমার আব্রু ও মান রক্ষা করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য। রাণীঠাকুরাণীর এই কথা শুনিয়া বুন্দেল-সর্দ্দারেরা বলিল “ঝাঁশির উপর ইংরাজদিগেরই সার্ব্বভৌম আধিপত্য। বোরছা আমাদিগের সমান একটী খণ্ডরাজ্য মাত্র—বোরছার হস্তে সার্ব্বভৌম অধিকার ন্যস্ত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে পর্য্যন্ত আমাদিগের দেহে প্রাণ থাকিবে সে পর্য্যন্ত এই রাজ্য তাহাদিগকে অধিকার করিতে দিব না।” এই পণ-অনুযায়ী পত্র লিখিয়া নথে খাঁর নিকট পাঠান হইল। এবং সেই সঙ্গে পাঁচটা গোলা ও কিঞ্চিৎ বারুদ পাঠাইয়া এইরূপ ইঙ্গিত করা হইল যে “এই সমস্ত উপকরণ আমাদিগের নিকট আছে—অতএব তোমরা যদি

মরণের মুখে আসিতে চাও, তো ঝাঁশিতে আসিবে।" যুদ্ধের আমন্ত্রণ পৌঁছিবামাত্র নথে-খাঁ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু এদিকে রাণীর সৈন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে, ইংরাজ-সরকার ঝাঁশির সৈন্য-সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছিলেন এবং কেল্লার উপরিস্থিত তোপ ও তাহার গোলা-বারুদ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এক্ষণে, রাণীঠাকুরাণী আবার সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন—গোলাবারুদ প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিলেন; কেল্লার মধ্যে পূর্ব্বেকার যে তিন তোপ পোঁতা ছিল এবং রাজবাড়ীর মধ্যে যে চারিটা তোপ লুকানো ছিল—এই সকল এক্ষণে বাহিরে আনাইয়া কেল্লার প্রকাণ্ড বুরুজের উপর তাহাদিগকে উঠানো হইল; ঝাঁশি-রাজ্যের সর্দার ও ঠাকুর-মণ্ডলীর নিকট গ্রামে গ্রামে নিমন্ত্রণ পাঠান হইল। তাহারা স্বীয় অধীনস্থ সশস্ত্র অনুচর লইয়া উপস্থিত হইল। রাতারাতি তোপ চালাইবার সুব্যবস্থা হইল, উৎকৃষ্ট গোলন্দাজ নিযুক্ত হইল এবং প্রাতঃকালে দেওয়ান জওহর সিংহের হস্তে রণকঙ্কণ পরাইয়া তাঁহাকে সেনাপতিত্বে বরণ করা হইল। সেনাপতি জওহর সিংহ দুর্গপ্রাচীরের উপর তোপ ও গোলন্দাজ সৈন্য সজ্জিত রাখিলেন এবং এক সহস্র বাছাবাছা শস্ত্রধারী পদাতিক, শত্রুর মোহরা আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত রাখিলেন। স্বয়ং রাণী সাহেব পাঠানী বেশ ধারণ করিয়া কেল্লার মুখ্য বুরুজের উপর উপস্থিত রহিলেন এবং সেইখানে পেশোয়া আমলের পুরাতন নিশান ও ইংরাজদত্ত "যুনিয়নূজ্যাক" পতাকা স্থাপিত করিলেন। এদিকে, নথে-খাঁ, ভাবী বিজয়াশায় উৎফুল্ল হইয়া রাষ্ট্রীয় নিশান-পতাকা উড্ডীন করিয়া মহাসমারোহে ঝাঁশিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণীঠাকুরাণী, কেল্লার দক্ষিণ-অভিমুখে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন—তাহাতে কোন বাধা দিলেন না; পরে, তোপের আন্দাজের মধ্যে আসিবামাত্র তাঁহার চতুর গোলন্দাজ গোলাম-গোশ-খাঁকে গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ

হইতে লাগিল। নথে-খাঁর লোকেরাও তীর ও বন্দুকের গুলি একসঙ্গে ছুঁড়িতে লাগিল। দুই প্রহর কাল পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কেল্লার উপরিস্থিত তোপের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে অস্থির হইয়া নথে-খাঁর সৈন্য পিছু হটিল এবং কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া কেল্লা অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রতিদিন উভয় সৈন্যের এক একবার সাক্ষাৎকার হইতে লাগিল। যুদ্ধের প্রথম আরম্ভেই, নথে-খাঁর ধ্বজপতাকা ধরাশায়ী হইল এবং বিস্তর সৈন্য বিনষ্ট হইল। ঝাঁশির অবলা বিধবা রাণীর সহিত যুদ্ধে তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে হইবে, ইহা অতি লজ্জার কথা বিবেচনা করিয়া নথে-খাঁ, রাত্রিকালে, ঝাঁশি-কেল্লার "বোরূছা" দরজার উপর লক্ষ্য সন্ধান করিয়া চারিটা তোপ বসাইলেন এবং সমস্ত সৈন্য চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ঝাঁশি-সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। যদিও রাণী ঠাকুরাণীর সৈন্য সুসজ্জিত ও প্রস্তুত ছিল, তথাপি "বোরূছা" দরজার উপর, চারিটা তোপের গোলা বর্ষিত হওয়ায়, দরজা ভগ্নপ্রায় হইল। এই সংবাদ রাণীঠাকুরাণী জানিবামাত্রই, তাঞ্জামে আরোহণ করিয়া "বোরূছা" দরজার উপরিস্থিত তোপ-শ্রেণীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রভূত আবেশভরে তত্রস্থ সৈন্যদিগকে সাবাশি দিয়া তাহাদিগকে আরও উত্তেজিত করিবার জন্য কিছু কিছু বক্‌শিসও দিলেন। তাহারা উৎসাহিত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে, বীরচূড়ামণি সর্দ্দার লালা-ভাউ-বক্‌শিকে হুকুম করিয়া, "কড়ক বিজলী" নামক কেল্লার প্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড তোপ বুরুজের উপর আনাইলেন এবং গোলন্দাজকে স্বর্ণ-বলয় বক্‌শিস দিয়া তুমুল যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন। এই তোপের বর্ষণ সুরু হইবামাত্র শত্রুপক্ষের সমস্ত গোলন্দাজ ভয়চকিত হইয়া রণবিমুখ হইল এবং উহাদিগের তোপ ঝাঁশি-সৈন্যের হস্তগত হইল। রঘুনাথ সিংহ প্রভৃতি সর্দ্দারগণ পলায়নোন্মুখ শত্রু-সৈন্যের অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিল। রাণীঠাকুরাণী, রঘুনাথ সিংহের শৌর্য্য-বীর্য্যের

স্তুতিবাদ করিয়া, তাঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন। এইক্ষণে, বোর্‌ছার পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব আসিল। বোর্‌ছা-রাজা অতীব প্রাচীন ও ক্ষত্রিয়কুলমধ্যে বোর্‌ছার রাজবংশ সর্ব্বজন-বন্দ্য হওয়ায় রাণীঠাকুরাণী অতীব উদার বুদ্ধি-সহকারে যুদ্ধের খরচা প্রভৃতি লইয়া, বোর্‌ছার রাণীর সহিত সখ্যমূলক সন্ধিস্থাপন করিলেন। শ্রীমতী চিমাবাই বলেন, "ঝাঁশির রাণী লক্ষ্মীবাই ও বোর্‌ছার রাণী লড়য়ী বাই—ইঁহাদের মধ্যে সহোদরা ভগিনীর ন্যায় মিলন হইল।"

এই প্রকারে, ঝাঁশির উপস্থিত বিপদ নিবারণ করিয়া, রাণী লক্ষ্মীবাই ঝাঁশি-প্রদেশের সুন্দর ব্যবস্থা করিলেন এবং পত্রের দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত হ্যামিণ্টন সাহেবের গোচর করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, নথে-খাঁ পথিমধ্যে পত্রবাহককে ধৃত করিয়া, সে পত্র পৌঁছিতে দিল না। শুদ্ধ তাহা নহে, সে স্বয়ং হ্যামিণ্টন সাহেবকে এই মর্ম্মে একটা পত্র লিখিল যে, রাণী লক্ষ্মীবাই বিদ্রোহীর দলভুক্ত হইয়াছেন—সেই জন্য আমি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই সকল কারণে, রাণী লক্ষ্মীবাই ইংরাজদিগের হইয়াই যে ঝাঁশির সুশাসন ও সুব্যবস্থা করিতেছিলেন, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহা জানিতে পারিল না।

৯।১০ মাস যাবৎ ঝাঁশি ইংরাজের হস্তচ্যুত হইয়া রাণীর শাসনাধীনে ছিল। এই সময়ে তিনি রাজ্যশাসন-কার্য্যে যেরূপ প্রবীণতা, দক্ষতা, প্রজাবাৎসল্য, ন্যায়পরতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তিনি কিরূপে সময় অতিবাহিত করিতেন, তৎসাময়িক এক ব্যক্তি এইরূপ বর্ণনা করেন:—প্রাতঃকালে ৫টার সময় উঠিয়া, উত্তম সুরভি-দ্রব্য-সহযোগে মঙ্গল-স্নান করিতেন। স্নানাদি করিয়া পরিষ্কৃত শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া আসনারূঢ় হইতেন। তদনন্তর, পতিবিয়োগের পর কেশ রাখিতে হইলে যে কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক সেই প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিয়া, রৌপ্যনির্ম্মিত তুলসী-বৃন্দাবনে শ্রীতুলসীর পূজা করি-

তেন। তাহার পর মাটির শিব পূজা আরম্ভ হইত। সেই সময়ে সরকারী গায়ক গান করিত। ইহার পর, সর্দার ও আশ্রিত লোকের দরবার বসিত। যদি কোন দিবস, কোন ব্যক্তিবিশেষ না আসিত অমনি পরদিবস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন "কাল আপনি কেন আসেন নাই ?" এইরূপে পূজার্চ্চনা সমাপন করিয়া ভোজন করিতেন ও ভোজনান্তে একটু নিদ্রা যাইতেন কিম্বা অপর কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন।

প্রাতঃকালে যে নজরের টাকা জমা হইত তাহা রূপার থালায় রেশমি বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকিত। সেই টাকা হইতে ইচ্ছামত স্বয়ং কিছু গ্রহণ করিয়া, বাকী টাকা আশ্রিত-মণ্ডলীর জন্য কোষাধ্যক্ষের জিম্মা করিয়া দিতেন। তদনন্তর, প্রায় তিন ঘটিকার সময়ে কাছারী যাইতেন। সেই সময় প্রায়ই পুরুষ-বেশ ধারণ করিতেন ; পায়ে পায়জামা, অঙ্গে বেগুণী রঙ্গের অঙ্গরখা, মাথায় টুপী, তাহার উপর পাঠানী পাগড়ি, কোমরে জরির দোপাটা ও তাহাতে রত্নখচিত তলোয়ার ঝোলানো ; এইরূপ বেশভূষায় সেই গৌরবর্ণ মূর্ত্তি গৌরীর ন্যায় উপলব্ধি হইত। কখন কখন স্ত্রীলোকের উপযুক্ত বেশভূষা ধারণ করিতেন। পতিবিয়োগের পর নথ প্রভৃতি অলঙ্কার আদৌ ধারণ করিতেন না। হাতে হীরার বালা, গলায় মুক্তার মালা এবং অনামিকায় এক হীরার আংটি—ইহা ব্যতীত তাঁহার অঙ্গে আর কোন অলঙ্কার দেখা যাইত না। কেশ, প্রায় গ্রন্থি দিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। তিনি শাদা শাড়ি ও শাদা চৌলি পরিতেন। এইরূপ কখন পুরুষ-বেশে ও কখন স্ত্রীবেশে রাণীঠাকুরাণী দরবারে আসিতেন। তাঁহার বসিবার ঘর, দরবার-ঘরের সংলগ্ন ছিল। সেই ঘরের দ্বারে সোণালী "মেহেরাপ", তাহার উপর জরির লতা-পাতা-কাটা চিকের পর্দা খাটানো হইত। সেই ঘরের ভিতরে গদির উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিতেন। দ্বারের বাহিরে, দুই জন ভল্লধারী রূপা ও সোণার আসাসোটা লইয়া হাজির থাকিত। সম্মুখে, রাজশ্রী লক্ষ্মণরাও দেওয়ানজী, কোমর বাঁধিয়া

কাগজের তাড়া লইয়া দণ্ডায়মান ও তাহার কিঞ্চিৎদূরে হজুর-মুন্সি উপবিষ্ট থাকিত। কুশাগ্রবুদ্ধি রাণীঠাকুরাণী, উপস্থিতকার্য্যসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইয়া তাহার হুকুম মুখে-মুখে বলিয়া দিতেন, কিম্বা কখন কখন নিজ হস্তে লিখিয়া দিতেন। ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার অতীব দক্ষতা-সহকারে নিষ্পন্ন করিতেন।

শ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর উপর রাণীর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবারে, স্বীয় দত্তকপুত্রকে সঙ্গে লইয়া, সন্ধ্যাকালে সরোবর-মধ্যস্থিত মন্দিরে, মহালক্ষ্মী দর্শনে যাত্রা করিতেন। সরোবরে সুন্দর সুন্দর কমল ফুটিয়া থাকিত, তাহাতে সে স্থানের রমণীয় শোভা হইত। তিনি কখন পাল্কীতে চড়িয়া, কখন বা অশ্বপৃষ্ঠে, দেবীদর্শনে যাত্রা করিতেন। যে সময়ে তিনি পাল্কীতে আরোহণ করিতেন, কিন্‌খাব কাপড়ের জরির পর্দা দিয়া পাল্কী ঢাকিয়া দেওয়া হইত। রাণীঠাকুরাণী যখন অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতেন, তখন তাঁহার উষ্ণীষ-বিলম্বিত জরির অঞ্চল পৃষ্ঠোপরি দোদুল্যমান হইয়া মনোহর শোভা বিকাশ করিত। যখন পাল্কী-সোয়ারীতে যাইতেন, তখন পাল্কীর খুর ধরিয়া চার পাঁচ জন দাসী, মহা ধূমধামে চলিত। এই দাসীরা পরিচ্ছদাগারে প্রবেশ করিয়া সুবর্ণ রত্নের অলঙ্কার ও জরির চোলি অঙ্গে ধারণ করিত এবং সবুজ, লাল ও ছাই রঙের শাড়ি ও পায়ে চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিত; এক হস্তে রৌপ্য কিম্বা স্বর্ণদণ্ডের চামর লইয়া ও আর এক হস্তে পাল্কী ধরিয়া, বাহকদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া যাইত। সেই সময়ে, এই অবিবাহিত সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত দাসীদিগকে অতি চমৎকার দেখিতে হইত। সোয়ারীর সম্মুখভাগে ডঙ্কা নিশান প্রভৃতি থাকায় রণবাদ্য বাজিতে থাকিত। নিশানের পশ্চাতে প্রায় দুই শত আফগান পদাতিক ও সোয়ারীর সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রায় একশত ঘোড়-শোয়ার যাইত। পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী ও আশ্রিত-মণ্ডলী অশ্বপৃষ্ঠে কিম্বা পদব্রজে যাইতেন—তাঁহাদের সঙ্গে অনুচরবর্গও

থাকিত । এইরূপ মহাসমারোহে শিঙ্গা প্রভৃতি নিনাদিত হইত—ভল্লদার, চোপদার প্রভৃতি হাঁক দিতে দিতে চলিত । রাণীঠাকুরাণীর সোয়ারী কেল্লার বাহির হইবামাত্র কেল্লার বুরুজ হইতে নহবৎ বাজিতে আরম্ভ হইত এবং ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত বাজিতে থাকিত । মন্দিরের নহবৎখানা হইতেও এই সময়ে নহবৎ বাজিত । যখন রাণী অশ্বপৃষ্ঠে যাইতেন, তখন তাঁহার সঙ্গে দাসীজন ও আশ্রিতবর্গ যাইত না । কেবল, ঘোড়শোয়ার ও পাঠান পদাতিক সঙ্গে থাকিত । শ্রীমহালক্ষ্মী ঝাঁশি-রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—এই হেতু, তাঁহার সেবায় অনেক টাকা ব্যয় হইত । মঙ্গল দীপ-রক্ষণ, পূজার্চ্চনা, মহানৈবেদ্য, নহবৎ বাদ্য, গায়ক, নর্ত্তকী ও ধর্ম্মশালা প্রভৃতি বন্দবস্ত সমস্তই ছিল ।

রাণীঠাকুরাণীর আশ্রিত-মণ্ডলীর উপর প্রভুত্ব দয়া ছিল । যাহাতে তাহাদিগের ভাল খাওয়া-পরা হয়, তাহারা সর্ব্বপ্রকারে সুখে থাকে, সেই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল । তিনি সর্ব্বপ্রকার গুণের মর্য্যাদা বুঝিতেন, এই জন্য তিনি গুণী লোকেরও প্রিয় ছিলেন । বড় বড় শাস্ত্রী বিদ্বান্ ব্যক্তি, বৈদিক ও যাজ্ঞিক তাঁহার নিকট থাকিত । ঝাঁশির পুস্তক সংগ্রহও অতীব মূল্যবান্ ছিল । উত্তম পৌরাণিক, গান-বাদন-পটু সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, কুশল কারীগর ইত্যাদি অনেক প্রকারের গুণী লোক তাঁহার আশ্রয়ে থাকিত । এবং তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া দূর-দূরান্ত প্রদেশ হইতে কীর্ত্তনকার, গায়ক, শাস্ত্রী প্রভৃতি তাঁহার দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইত ।

অশ্বপরীক্ষায় রাণীঠাকুরাণীর বিশেষ দক্ষতা ছিল । সেই সময়ে উত্তর হিন্দুস্থান-মধ্যে অশ্বপরীক্ষা-সম্বন্ধে তিন জনের খুব খ্যাতি ছিল । এক শ্রীমন্ত নানাসাহেব পেশোয়া ; দ্বিতীয়, বাবাসাহেব আপ্‌টে গ্বাল্‌হেরীকর এবং তৃতীয়, ঝাঁশির মহারাণী লক্ষ্মীবাই । ইনিই অশ্বপরীক্ষায় সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন । তাঁহার অশ্বপরীক্ষার অনেক গল্প প্রচলিত আছে

তাহার মধ্যে একটী গল্প এই ঃ—এক দিবস এক সদাগর, ভাল-দেখিতে ও চটুল এইরূপ দুইটী ঘোড়া সঙ্গে করিয়া রাজবাড়ীতে বিক্রয়ের উদ্দেশে আইসে। রাণী সেই দুই অশ্বে আরোহণ করিয়া, তাহাদিগকে চক্রপথে দৌড় করাইতে লাগিলেন এবং এইরূপ পরীক্ষা করিয়া, একের মূল্য হাজার ও দ্বিতীয়টীর মূল্য পঞ্চাশ টাকা স্থির করিলেন। ইহা শুনিয়া সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। দুই ঘোড়াই দেখিতে সতেজ ও সুন্দর—তবে, উভয়ের মধ্যে মূল্যের এত প্রভেদ হইল কেন, কেহই বুঝিতে পারিতেছিল না। তখন, রাণীঠাকুরাণী বুঝাইয়া বলিলেন, এই উভয়ের মধ্যে একটী ঘোড়া সুন্দর ও আর একটী ঘোড়া সদ্‌গুণবিশিষ্ট ও চটুল হইলেও উহার ছাতি ফাটা, সেই জন্য একেবারে কাজের বাহির।"

রাণীঠাকুরাণীর দাতৃত্ব ও ঔদার্য্যগুণ অপরিসীম ছিল। তিনি কোন দরিদ্র কিম্বা ভিক্ষুককে কখনই বিমুখ করিতেন না। এক দিবস একজন কাশীনিবাসী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ রাজবাটীর নিত্যদানের সময় উপস্থিত হন। রাণীর কোন সভাসদ্ রাণীর নিকট এই ব্রাহ্মণের কুলশীল ও বিদ্যা সম্বন্ধে স্তুতিবাদ করিয়া বলিলেন, এই ব্রাহ্মণের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে—পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিবার ইঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অতি ব্যয়সাধ্য বলিয়া উনি মনে মনে কষ্ট পাইতেছেন। এই কথা শুনিয়া রাণী প্রশ্ন করিলেন, টাকা দিলে কন্যাদান করিতে কেহ প্রস্তুত আছে কি ? তাহাতে, ভট্‌জী নম্রতা সহকারে বলিলেন "আমাদিগের স্বশ্রেণীর দেশস্থ ব্রাহ্মণ কাশীতে একজন আছেন। তাঁহার কন্যার বয়ঃক্রম প্রায় ১২ বৎসর হইবে—দেখিতেও সুরূপা, রাশি প্রভৃতিরও মিল আছে। কিন্তু এই কন্যার দরুণ তাঁহাকে চারি শত টাকা দিতে হইবে—আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ অত টাকা কোথা হইতে দিব ? এতদ্ব্যতীত, বিবাহব্যয়ের দরুন একশত টাকা তো লাগিবেই" এই কথা শুনিবামাত্র রাণীঠাকুরাণী পাঁচ শত টাকা আনিয়া তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে ঢালিয়া দিলেন ও বলিলেন, "যখন বিবাহ

হইবে, আমাদিগকে কুঙ্কুমপত্রিকা পাঠাইতে ভুলিবেন না" ব্রাহ্মণ কৃতকৃত্য হইয়া প্রস্থান করিল।

এক দিবস রাণী, মহালক্ষ্মীর মন্দির হইতে প্রত্যাগত হইবার সময়ে, অনেক ভিখারী জমা হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। কারণ অনুসন্ধানে জানিলেন, তাহারা শীতের দরুণ কষ্ট পাইতেছে। তিনি হুকুম করিলেন, ভিখারীদিগকে জমা করিয়া প্রত্যেককে এক-একখানি তুলা-ভরা জামা, টুপি ও কম্বল দান করা হয়। রাণীঠাকুরাণীর দয়ার্দ্রতা ও পরোপকার-বুদ্ধি নথে-খাঁর সহিত যুদ্ধে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। ঝাঁশি-সৈন্য-স্থিত আহত লোকদিগের ক্ষতস্থানে যখন মলম-পটি লাগানো হইত, তখন তাহারা রাণীঠাকুরাণীকে দেখিয়া নিজ কষ্ট আকার-ভঙ্গীতে প্রকাশ করিত—তখন তিনি তাহাদিগের গায়ে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা করিতেন। এই সকল সদ্গুণপ্রযুক্ত প্রজারা তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিত।

রাণীঠাকুরাণী স্বীয় দত্তকপুত্র দামোদর রাওকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাহার যখন যাহা সাধ হইত তখনই তাহা মিটাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। রাণী ১৮৫৭ অব্দের জুনমাসে ইংরাজদিগকে সাহায্য করেন, বহিঃশত্রু দমন করিয়া ঝাঁশি সংরক্ষণের উদ্যোগ করেন—এই সমস্ত বৃত্তান্ত ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণকে পত্রের দ্বারা জানাইবার চেষ্টা করেন—নিজ অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আন্দোলন করিতে ইংলণ্ডে মোক্তিয়ার পাঠান। এই সব কারণে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ-সরকার কখনই অন্যায় করিবেন না—তাঁহার অধিকার তিনি ফিরিয়া পাইবেন—ইংরাজ সরকার ঝাঁশির গদিতে দামোদর রাওকেই পুনঃস্থাপন করিবেন। এই বিশ্বাসে ভর করিয়া তিনি সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন এমন সময়, ঝাঁশির রাণী বিদ্রোহী, এইরূপ ভুল বুঝিয়া, ইংরাজ-সেনাপতি সর-হিউ-রোজ প্রবল সৈন্য সমভিব্যাহারে ঝাঁশিতে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। এবং নিম্নলিখিত শ্লোকের উক্তি-অনুসারে নলিনী ও নলিনী-মধুমত্ত দ্বিরেফ উভয়ই একসঙ্গে গজকবলে পতিত হইল।

"রাত্রির্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাত
ভাস্বানুদেষ্যতি হসিষ্যতি পদ্মজালং।
ইত্থং বিচিন্তয়তি কোশগতে দ্বিরেফে,
হা হন্ত হন্ত নলিনীং গজ উজ্জহার॥"

—০—

ইংরাজের সহিত যুদ্ধ।

ইংরাজ-সৈন্য ঝাঁশি-অভিমুখে কুচ করিয়া আসিতেছে এই সংবাদ ঝাঁশিতে আসিয়া পৌঁছিল, তথাপি ঝাঁশির প্রধান-বর্গ সে বিষয়ে বড় মনযোগ দিলেন না। লালাভাউ বক্‌শি, নানা-ভোপট্‌কর প্রভৃতি, ঝাঁশি-দরবারের পুরাতন মুচ্ছুদ্দিগণ (ষ্টেট্‌সমান) লক্ষ্মণ-রাওবাণ্ডে নামক ঝাঁশির নবীন দেওয়ানকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি গর্ব্বভরে তাঁহাদের কথায় ধিক্কার করিলেন; শুদ্ধ তাহা নহে, রাণীঠাকুরাণীর সহিত যাহাতে তাঁহাদের সাক্ষাৎ না হয় তাহারও উপায় অবলম্বন করিলেন। তথাপি, নানা-ভোপটকর রাণীঠাকুরাণীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্বন্ধে সমস্ত কথা নিবেদন করিয়া অবশেষে এইরূপ প্রার্থনা জানাইলেন। "আমি ঝাঁশি-রাজ্যের সেবায় বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছি; অতএব, আমার প্রার্থনা এই, ইংরাজ-সরকারের নিকট যেন একজন উকীল অবশ্য-অবশ্য পাঠানো হয়। বিদ্রোহীদিগের সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ নাই, ইংরাজের হুকুম-অনুসারেই আপনি রাজ্যের বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং ইংরাজের হিতোদ্দেশেই আপনি বোরছার সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দমন করিয়াছেন—এই সমস্ত কথা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য একজন সুচতুর উকীলকে পাঠানো আবশ্যক। আপনি ইংরাজ-সরকারের নিকট পত্র প্রেরণ

করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে পত্র নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলেও সমস্ত বিষয়ের স্পষ্ট বোঝাপড়া হইবে কি না, সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।” নানার ন্যায় দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ও বিচারক্ষম ব্যক্তির এই কথা শুনিয়া, রাণীঠাকুরাণী, গোয়ালিয়র ও ইন্দোরের পোলিটিক্যাল এজেণ্টের নিকট ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ একজন সুচতুর ব্যক্তিকে দূতস্বরূপ পাঠাইবার জন্য দেওয়ানজিকে হুকুম করিলেন। দেওয়ান, নবীন কর্ম্মচারিদিগের মধ্য হইতে, অকৃতকর্ম্মা, রাষ্ট্রব্যবহারানভিজ্ঞ এক ব্যক্তিকে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন, সে ব্যক্তি এজেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, অন্যস্থানে বসিয়া কতকগুলা জাল-পত্র লিখিয়া পাঠাইল এবং ঝাঁশিদরবারের লোকেরাও সেই সকল পত্রের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিল! কথায় বলে, “দুর্মন্ত্রী রাজনাশায়;”—এ কথার যাথার্থ্য এইস্থলে বিলক্ষণ প্রতিপাদিত হইল।

এদিকে, ইংরাজদিগের প্রতিশোধ-তৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে,—ঝাঁশির হত্যাকাণ্ডে রাণীর বিলক্ষণ যোগ ছিল এইরূপ তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে। মধ্য-হিন্দুস্থান মধ্যে ঝাঁশি-রাজ্যই বিদ্রোহীদিগের প্রধান সংকেত-স্থল ও ঝাঁশির কেল্লাই সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও দুর্জ্জয়; অতএব ঝাঁশি জয় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য—এই বিবেচনা করিয়া ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা য়ুরোপ-প্রসিদ্ধ, নবাগত সেনানী সর-হিউ-রোজকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সর-হিউ-রোজ পথিমধ্যে একে একে কতিপয় কেল্লা দখল ও তত্রস্থ বিদ্রোহীদিগকে পরাভূত করিয়া অবশেষে ২০ মার্চ্চ তারিখে, প্রাতঃকাল ৭ টার সময় ঝাঁশিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র লক্ষ্মণরাও দেওয়ান প্রভৃতি প্রধান-মণ্ডলীর মধ্যে ভারী গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। তাহাদিগের মধ্যে তেমন সুবিজ্ঞ ও সুচতুর লোক না থাকায়, যে যাহা খুষি বলিতে লাগিল। নানা-ভোপটকর প্রভৃতি পুরাতন মন্ত্রী-মণ্ডলী, গোয়ালিয়ারের প্রবীণ সুবিজ্ঞলোকদিগের নিকট পত্র

লিখিয়া, তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, পূর্ব্ব হইতেই এ সম্বন্ধে পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই পরামর্শ-অনুসারে, তাঁহারা দরবারে এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন যে, ইংরাজ-সৈন্যের আগমনে কোন প্রকার বাধা না দিয়া, ইংরাজ সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহারা যে ভুল বুঝিয়াছেন, সেই ভুল ঘুচাইয়া দেওয়া হউক এবং পূর্ব্বের ন্যায় ইংরাজ-সরকারের সহিত সখ্য স্থাপন করা হউক। কিন্তু এই প্রস্তাব কাহারও মনোনীত হইল না। নথে-খাঁর সহিত যুদ্ধ ও ঝাঁশি প্রদেশের বন্দোবস্ত করিবার জন্য যে সমস্ত লোক সৈন্যমধ্যে রাখা হইয়াছিল, তাহারা ঝাঁশি-রাজ্যের পুরাতন ভৃত্য—ঝাঁশি খাস করিবার সময় ইংরাজেরা তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে রহিত করে। এই কারণে, ইংরাজ-সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদিগের দ্বেষবুদ্ধি জাগ্রত ছিল। ইংরাজ-সৈন্য ঝাঁশি আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছে, এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাহারা যুদ্ধের জন্য লালায়িত হইল।

রাণীঠাকুরাণী কেল্লার মধ্যে থাকায়, প্রধান-মণ্ডলী ব্যতীত আর কাহারও তাঁহার নিকট যাইবার অনুমতি ছিল না—সুতরাং, ইংরাজ-পক্ষের প্রকৃত বৃত্তান্ত তিনি জানিতে পারিতেন না, ইংরাজেরাও তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হইতে পারিত না। কেহ বলেন,—ইংরাজ-সৈন্যশিবির হইতে এই ভাবে পত্র আইসে, "আপনি, লক্ষ্মণরাও দেওয়ানজী, লালা-ভাউ বকশি প্রভৃতি আট ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া, নিঃশস্ত্র হইয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।" কিন্তু এই কথা নাকি স্বাভিমানিনী রাণীঠাকুরাণীর ভাল লাগে নাই, তাই যুদ্ধের আরম্ভ হইল। কেহ বলেন—রাণী ও তাঁহার সর্দ্দার-মণ্ডলী বিদ্রোহীদিগের দলভুক্ত হইয়াছে ইংরাজদিগের বিশ্বাস হওয়ায়, ইংরাজেরা তাঁহাদিগকে কয়েদ করিবার মৎলব করিয়াছিলেন। এবং এই কথা রাণী জানিতে পারিয়াই "মরণ রুচে বীরের—না রুচে অপযশ কলঙ্কে" মহারাষ্ট্রীয় কবি মোরো-

পন্থের এই উক্তি-অনুসারে, ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কেহ বলেন, ইংরাজ-সৈন্য ঝাঁশির অভিমুখে আসিতেছে, এই সংবাদ ঝাঁশিতে পৌঁছিলে এইরূপ তর্ক উপস্থিত হয় যে, উহা নথে-খাঁর সৈন্য—উহারা মুখে রং লাগাইয়া পুনর্ব্বার ঝাঁশি আক্রমণ করিবার জন্য আসিয়াছে। এই বিশ্বাসে, রাণী তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার হুকুম দেন। সেই সময়ে নাকি অধীনস্থ ঠাকুর-মণ্ডলী রাণীকে এইরূপ বলেন যে, ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া উঠা যাইবে না—তাহাদের সহিত রণস্পর্দ্ধা করিয়া কোন ইষ্ট নাই—বাণপুরের রাজাও মাল্‌থোনের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল কথায় কোন ফল হইল না। কেহ বলিল—রাণীঠাকুরাণী, মিত্রতা স্থাপন করিবার জন্য ইংরাজদিগের নিকট তাঁহার একজন সর্দ্দারকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হইয়া, উল্টা সেই সর্দ্দারের ফাঁশি হয় এবং এই কারণেই রাণী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। আসল কথা, প্রকৃত কারণ ঠিক জানা যায় না—জানিবার কোন উপায়ও নাই। এই পর্য্যন্ত জানা যায়, রাণী ইংরাজের সহিত সদ্ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিয়াও যখন দেখিলেন, কোন ফল হইল না,—ইংরাজেরা ঝাঁশি আক্রমণ করিল; তখন সেই স্বাভিমানিনী তেজস্বিনী রাণী, ঝাঁশি সংরক্ষণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সৈন্যমধ্যে লড়াকা ও সাহসী কয়েকজন আফগান ও বুণ্ডেল-নিবাসী লোক ছিল বটে কিন্তু তাঁহার সমস্ত সৈন্যমধ্যে তেমন সুব্যবস্থা ছিল না। এক্ষণে রাণী স্বীয় সৈন্যমধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপনে উদ্যোগী হই-লেন। তিনি সমস্ত সৈন্য-মণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত যুদ্ধের আয়োজন প্রস্তুত করিলেন। তিনি স্বয়ং পরিদর্শনাদি করিয়া দুর্গবপ্রের জীর্ণসংস্কার করাইলেন, কেল্লার বুরুজের উপর তোপ বসাইলেন এবং তোপ চালাইবার জন্য সুদক্ষ গোলন্দাজ নিযুক্ত করি-লেন। সহরস্থ বপ্র-প্রকারের রন্ধ্রমধ্যে "কারামাইন" বন্দুক প্রবিষ্ট করা-

ইয়া সিপাহী পাহারা বসাইলেন। ঝাঁশির অভিজাত, বিশ্বাসী ও দক্ষ ঠাকুর-মণ্ডলী ও বুণ্ডেল-বাসী সর্দ্দারদিগকে একত্র করিয়া তাহাদিগের উপর সৈন্যের কোন কোন অংশের নেতৃত্ব-ভার অর্পণ করিলেন। এই-রূপে, অল্পকালের মধ্যেই কেল্লা ও সহর সংরক্ষণের সুন্দর বন্দোবস্ত হইল।

এদিকে, ইংরাজ-সেনাপতি, সর্‌-হিউ-রোজ, ২১ মার্চ্চ তারিখে, সমস্ত দিন ধরিয়া ঝাঁশির কেল্লা ও সহরের স্থিতি-প্রণালী সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং সুবিধার জায়গা নির্ব্বাচন করিয়া, সেই সেই স্থানে বাছা-বাছা তোপ ও ফৌজ স্থাপন করিলেন। বাহির হইতে যাহাতে কোন-রূপ সাহায্য না আসিতে পারে, এই উদ্দেশে সমস্ত পথঘাট রুদ্ধ করিয়া স্থানে স্থানে ঘোড়-সওয়ার ও তোপখানা (আর্টিলরি) রাখাইয়া দিলেন। আবার স্থানে স্থানে পৃথক ভাবে তোপ ও পদাতিক সৈন্য স্থাপন করি-লেন। প্রত্যেক সৈন্য-বিভাগের সেনানায়কদিগের মধ্যে যাহাতে শত্রু-সম্বন্ধীয় বার্ত্তাদির চালাচালি হইতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগের মধ্যে তার-যন্ত্রের যোজনা করিলেন। একটা উচ্চ ভূমির উপর স্তম্ভ উঠাইয়া, তথা হইতে দূরবীণের সাহায্যে, যাহাতে কেল্লার অভ্যন্তরস্থ সমস্ত প্রদেশ দৃষ্টি-পথে পতিত হয়, এইরূপ বেধশালার (অব্‌জরভেটরি) ন্যায় একটা স্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তার-আফিশ স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে আর একটী সুবিধা ঘটিল:—ব্রিগেডিয়ার ষ্টুয়ার্টের অধীনস্থ সৈন্য চন্দেরী হইতে আসিয়া পৌঁছিল। ২৩ তারিখে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের আরম্ভ হইল। ইংরাজ-সৈন্য, ঝাঁশির নিকটস্থ সকল ময়দান ও উচ্চভূমি অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল; এক্ষণে তাহারা কেল্লা আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষের তোপের ভাল বন্দোবস্ত থাকায়, তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইংরাজের ফৌজ ও ঘোড়-সওয়ার অগ্রসর হইবা মাত্র, ঝাঁশির গোলন্দাজেরা তাহাদের উপর প্রচণ্ড-

রূপে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে ইংরাজদিগের টিঁকিয়া থাকা দায় হইল। যাহা হোক্ সেই দিবসের রাত্রিতেই অবসর বুঝিয়া তৃতীয় য়ুরোপীয় পল্টনের মোহরা অগ্রসর হইল। সমস্ত রাত্রি সহরমধ্যে রণ-বাদ্যের ভয়ঙ্কর ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল ; কেল্লার মধ্য হইতে মশালের আলোক মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল ; প্রহরীরা বন্দুকের আও-য়াজ করিতে লাগিল। তাহাতে বুঝা গেল, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া, ঝাঁশির সৈন্যমধ্যে যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। ইংরাজসৈন্যও সহর-প্রাকারের ৩০০ গজ দূরে তোপ পাতিয়াছিল এবং একটা দেবালয়ের মধ্যে তোপের মঞ্চ (ব্যাটারি) বাঁধিয়াছিল। প্রভাত হইবামাত্র, ঝাঁশি-কেল্লার সুচতুর ও দক্ষ গোলন্দাজেরা আপন আপন তোপে অগ্নি সংযোগ করিল এবং সহ-রের বপ্রস্থিত দুই তিন তোপমঞ্চ হইতে গোলা বর্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রথম প্রথম, সেই সকল গোলা ইংরাজ-সৈন্যের মাথার উপর দিয়া যাইতেছিল—তাহাতে কোন ফল হইতেছিল না। কিন্তু পরে, যখন কেল্লাস্থিত "ঘন-গর্জ" নামক তোপের বর্ষণ আরম্ভ হইল, তখন ইংরাজ-দিগের মধ্যে একেবারে হাহাকার পড়িয়া গেল। এই তোপের এই একটী আশ্চর্য্য গুণ ছিল যে, উহার ধূম-রাশি পূর্ব্ব হইতে দেখা যাইত না। সেই জন্য বিরুদ্ধ পক্ষ সতর্ক হইবার অবকাশ পাইত না। "ঘন-গর্জ" হইতে প্রচণ্ড গোলা-সকল ছুটিয়া সোঁ-সোঁ শব্দে ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে আসিয়া পড়িত ; এই জন্য ইংরেজেরা, এই তোপের নাম দিয়াছিল—"হুইস্লিং ডিক্"।

সে যাহা হউক, ২৪ তারিখে, ইংরাজ-সৈন্য, চারিটা তোপমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া, দক্ষিণ দিকের কেল্লার উপর গোলা বর্ষণের উদ্যোগ করিল। ২৫ তারিখে তোপের রঞ্জুকে আগুন লাগাইল। কতকগুলি তোপ হইতে "কুলুপী-গোলা" (Shell) একসঙ্গে বর্ষিত হইয়া সহরের মধ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিল এবং সহর-বপ্রের উপর লক্ষ্য করিয়া, "পৌণ্ডর্স"-তোপ

হইতে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। ইহাতে করিয়া, ঝাঁশির তোপ-খানার (আর্টিলারি) কতকগুলি গোলন্দাজ নিহত হওয়ায় ঝাঁশির তোপ বন্ধ হইয়া গেল এবং বপ্র-প্রকারও কতকটা ভগ্ন হইল। ইংরাজদিগের কুলুপী-গোলা সহরের মধ্যে আসিয়া পড়ায়, সহর-বাসী লোকদিগের মধ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এই ভয়ঙ্কর গোলা, রাস্তা কিম্বা ঘরের উপর পড়িবামাত্র ফাটিয়া চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, অনেক লোক জখম ও নিহত হইল। সহরের দোকান হাট বন্ধ হইয়া গেল—অনেক ঘরে আগুন লাগায়, তাহার প্রজ্বলিত শিখায় গগনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। এই দারুণ কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া রাণীঠাকুরাণী অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, কিন্তু ইহাতে হতবুদ্ধি না হইয়া, যাহাতে লোকের কষ্ট নিবারণ হয়, তাহার সমুচিত ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। যে সকল প্রজার গৃহ-দাহ হইয়াছিল, সেই অনাথ লোকদিগের জন্য অন্নদানের ব্যবস্থা করিলেন—দক্ষিণী ব্রাহ্মণদিগের জন্য গণপতির মন্দিরে অন্নসত্র খুলিলেন, এবং অপর সাধারণের জন্য সদাব্রতের উদ্যোগ করিয়া কাঙ্গাল গরিবদিগকে ছোলা-ভাজা বিতরণ করিতে লাগিলেন। রাণীঠাকুরাণীর নিকট হইতে সৈন্যগণ উত্তেজনা ও উৎসাহবাক্য প্রাপ্ত হইয়া, ইংরাজের ভীষণ কুলুপী-গোলাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, বন্দুক হইতে এক সঙ্গে অজস্র গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বিস্তর লোক জখম ও নিহত হয়। চতুর্থ দিবসে, অর্থাৎ ২৫ মার্চ্চ-তারিখে, ইংরাজেরা কেল্লার দক্ষিণ-ভাগ হল্লা করিয়া আক্রমণ করিল; উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল; অবশেষে, দ্বিপ্রহরের সময়, কেল্লার দক্ষিণ বুরুজের তোপ বন্ধ হইয়া গেল। ইহাতে কেল্লার লোকেরা অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িল। সেই সময়ে, পশ্চিমস্থ বুরুজের গোলন্দাজ, তোপ-মঞ্চ হইতে তোপ উঠাইয়া লইয়া দুর্বীণের দ্বারা উত্তম লক্ষ্য সন্ধান করিয়া, কেল্লার দক্ষিণ বুরুজে আবার তোপ মঞ্চ বসাইল। এবং তথা হইতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আরম্ভ

করিয়া, ইংরাজের গোলন্দাজদিগকে নিহত করিয়া, তাহাদিগের তোপ বন্ধ করিয়া দিল। ইহাতে রাণীঠাকুরাণী পরিতুষ্ট হইয়া এক-তোড়া টাকা গোলন্দাজকে বক্‌শিস্ করিলেন। এই গোলন্দাজের নাম গুলাম-গোষখান।

যদিও ঝাঁশির সৈন্য, ইংরাজ সৈন্যের ন্যায় রণবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও সুব্যবস্থিত ছিল না, তথাপি তাহারা এই যুদ্ধে যেরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে ইংরাজ-সেনানী বিস্ময়োচ্ছাস প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ডাক্তার লো-সাহেব, তাঁহার "মধ্য হিন্দুস্থান" নামক গ্রন্থে ঝাঁশি যুদ্ধের যে সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ঝাঁশির সৈন্য ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত, রণশিক্ষিত ইংরাজ-সৈন্যের সহিত, সমান ও সমকক্ষভাবে, যুদ্ধ করিয়াছিল। একজন দেশীয় ভদ্রলোক, যিনি সেই যুদ্ধের সময়, ঝাঁশিতে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ডাক্তার সাহেবের বর্ণনার সহিত তাহার বিলক্ষণ ঐক্য দেখা যায়। দেশীয় ভদ্রলোকটি এইরূপ বলেন ঃ—

"রাত্রিকালে সহর ও কেল্লার উপর গোলা আসিয়া পড়িতে লাগিল ঃ সেই গোলাগুলা দেখিতে ভয়ঙ্কর! (মর্টার) "গহ্বর-নলী" তোপ-নিঃসৃত গোলাগুলা ৫০।৬০ সের ওজনের হইলেও, তোপ হইতে যখন সবেগে ছুটিয়া আসিত, তখন যেন ক্রীড়া-কণ্ডুকের ন্যায় ক্ষুদ্র ও খদিরের ন্যায় লাল দেখাইত। দিবসের প্রখর সূর্য্যালোকে গোলাগুলা স্পষ্ট দেখা যাইত না ; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তাহারা যেন কণ্ডুকের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটিতেছে, এইরূপ মনে হইত। প্রত্যেক লোকের মনে হইত, বুঝি এই গোলা আমার উপর আসিয়াই পড়িবে। কিন্তু প্রায়ই সেই সব গোলা সাত আট শো পদ তফাতে আসিয়া পড়িত। এই প্রকার, দিবারাত্রি যুদ্ধ হইয়া সমস্ত সহর একেবারে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসেও এইরূপ যুদ্ধ হইল। দেড় প্রহর পর্য্যন্ত, রাণীঠাকুরাণীর জয় হইয়া,

ইংরাজের সৈন্যনাশ হইতে লাগিল এবং তাহাদিগের তোপও কিয়ৎ-কালের জন্য বন্ধ হইল। কিছু পরে, ইংরাজের আবার জয় হইতে লাগিল এবং বিরুদ্ধ পক্ষের তোপ বন্ধ হইয়া গেল; বিশেষতঃ সূর্য্যাস্তকালে কেল্লার দক্ষিণদিকের তোপ-চালক গোলন্দাজেরা আর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিল না। ইংরাজের গোলাবর্ষণে, দক্ষিণদিকের তোপ-মঞ্চ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, রাত্রিকালে সুদক্ষ রাজমিস্ত্রি মজুর আনানো হইল। তাহারা অতীব কৌশল-সহকারে, কম্বলে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া ধীরে ধীরে বুরুজের উপর উঠিল, এবং নিম্নভূমি হইতে, লোকের স্কন্ধে লোক উঠা-ইয়া, ইষ্টক প্রভৃতি উপকরণ, বুরুজের উপর আনিয়া তুলিল, এবং শুইয়া-শুইয়া তোপ-মঞ্চ বাঁধিতে লাগিল।

এইরূপে ইংরাজের অলক্ষিতে, তোপ-মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া ঝাঁশির সৈন্য আবার তোপ চালাইতে আরম্ভ করিল। সেই সময় ইংরাজদিগের একটু শৈথিল্য হওয়ায়, তাহাদের অনেক লোক মারা পড়িল এবং দুইটি তোপ বন্ধ হইয়া গেল। অষ্টম দিবসের প্রভাতে, ইংরাজ-ফৌজ "শঙ্কর" কেল্লার উপর আবার গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরাজদিগের নিকট দুর্গ অবরোধের উপযোগী অতি মূল্যবান দুরবীণ ছিল।......সেই দুরবীণের সাহায্যে কেল্লার অভ্যন্তরস্থ জলের চৌবাচ্চার উপর লক্ষ্য করিয়া তাহারা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। জলের ভারীরা জল তুলিতে তাহা-দের মধ্যে ৫।৭ জন নিহত হওয়ায়, বাঁক্ ফেলিয়া তাহারা পলায়ন করিল। ইহাতে, জলের অভাব হওয়ায়, স্নানাদির অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিল। এই সময়ে, কেল্লার গোলন্দাজেরা ইংরাজ-গোলন্দাজের উপর গোলাবর্ষণ করিয়া তাহাদিগের তোপ বন্ধ করিয়াছিল। এখন আবার, চৌবাচ্চা হইতে জল তুলিবার সুবিধা হওয়ায়, স্নান ভোজনাদির সুব্যবস্থা হইল। আহারাদির কিছুকাল পরে, হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া যত্র-তত্র ধূম ও ধূলায় ভরিয়া গেল। তাহাতে, দশদিক আচ্ছন্ন হইয়া আর কিছুই

দেখা যায় না, এইরূপ হইল। না জানি কি হইয়াছে, এই ভয়ে সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পরে, অনুসন্ধানে, জানা গেল, রাজবাটীর সম্মুখস্থ ময়দানের বারুদ-কারখানায়, ৩০ জন পুরুষ ও আট জন স্ত্রীলোক মারা গিয়াছে এবং ৪০।৫০ জন জখম হইয়াছে। তেঁতুল গাছের ময়দানে, বারুদ কারখানার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। দুই মণ বারুদ প্রস্তুত হইবামাত্র, বুরুজের নীচের তল-ঘরে লইয়া রাখা হইতেছিল। সেই কারখানায় ইংরাজের গোলা পড়িবামাত্র, বারুদে আগুন লাগে এবং তাহার সূক্ষ্মকণা সকল ধূলির মধ্যে প্রসারিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, তদোদ্গত ধূম চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। অষ্টম দিবসে তুমুল যুদ্ধ আবার আরম্ভ হইল। কামান ও বন্দুকের মুহুর্মুহু ধ্বনি, শিঙ্গা, কর্ণে, ও বুগেলের বাদ্য সেখানে সেখানে শুনা যাইতে লাগিল। ধোঁয়াতে, ধূলাতে ও নানাপ্রকার শব্দে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ইংরাজ সৈন্যের গোলাবর্ষণে ঝাঁশির অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। রাত্রিতেও সহরের উপর গোলা আসিয়া পড়িতে লাগিল—তাহাতেও অনেক লোক মারা গেল, অনেকে প্রাণভয়ে গৃহ মধ্যস্থিত উৎকট স্থানে গিয়া লুকাইয়া রহিল। বড় বড় গোলন্দাজ ও শিপাহী বিস্তর বিহত হইল। এই দিন রাণীঠাকুরাণীর অত্যন্ত শ্রম হইয়াছিল। চারিদিকে নজর রাখিয়া, যেখানে কিছু অভাব হইতেছিল, অমনি তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা পূরণ করিয়া দিবার হুকুম দিতেছিলেন। তাহাতে, সৈন্যগণ উৎসাহিত হইয়া প্রবল ইংরাজ-সৈন্যের বিরুদ্ধে সমানভাবে লড়িতেছিল। ইংরাজদিগেরও পরাক্রম প্রকাশে ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু ঝাঁশি-সৈন্যের অপ্রতিম দৃঢ় নিশ্চয়-নিবন্ধন, ইংরাজেরা ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত কেল্লার মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই।”

এই ৩১ তারিখের রাত্রিতে রাণীঠাকুরাণী একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেন। যেন একটী সুবেশিনী মধ্যমবয়স্কা নারী, গৌরবর্ণ, সরল

নাসিকা, প্রশস্ত-ললাট, বিশাল-কৃষ্ণ-নেত্র, অতীব রূপবতী, সর্ব্বাঙ্গে মুক্তার অলঙ্কার, পরিধানে চওড়া পাড়ের লাল শাড়ি, অঙ্গে রেসমী পাড়ের চোলি, মাল-কোচা দেওয়া, কোমর-বাঁধা,—এইরূপ বেশে কেল্লার বুরুজের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, অতীব উগ্র ভাবভঙ্গীসহকারে রক্তবর্ণ গোলা লুফিয়া ধরিতেছেন এবং গোলা ধরিতে ধরিতে হাতে কালিমা পড়ায়, রাণীঠাকুরাণীকে তাহা দেখাইয়া যেন এইরূপ বলিলেন, আমি বলিয়াই এইরূপ গোলা লুফিয়া ধরিতে পারিতেছি।

যাহা হউক, উভয় পক্ষের মধ্যে এইরূপ ঘনঘোর যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময়ে আর একটী গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইল। ঝাঁশির রাণীকে সাহায্য করিবার জন্য, নানাসাহেবের আদেশানুসারে, তাঁহার সেনাপতি তাত্যা-টোপে, কাল্পী হইতে বিশ সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া কুচ করিতে করিতে ঝাঁশির নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। ঝাঁশির নিকটস্থ উচ্চ ভূমির উপর, ইংরাজদিগের টেলিগ্রাফ-আফিস স্থাপিত ছিল। আফিসের অধ্যক্ষ দূরবীণ-সহযোগে উত্তরদিক হইতে এক বিপুল সৈন্য আসিতেছে দেখিয়া, ভয়সূচক নিশান খাড়া করিল। তদ্দ্বারা, শত্রুর আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়া ইংরাজ সেনাপতি চিন্তিত হইলেন। কেননা বিরুদ্ধ পক্ষের তুলনায়, ইংরাজ-সৈন্য কম থাকায়, ঝাঁশির অবরোধের জন্য, তাহারা স্থানে স্থানে পথ-ঘাট বন্ধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। সেই সকল স্থান হইতে তাহাদিগকে সরাইয়া আনিলে, কেল্লার লোকেরা পথ মুক্ত পাইয়া, হল্লা করিয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবে—এইরূপ ইংরাজ সেনাপতির আশঙ্কা হইল।

এদিকে, বেটোয়া নদীতীরস্থ সমভূমি ময়দানে, তাত্যা-টোপের প্রবল সৈন্য, মহা উৎসাহে, আড্ডা গাড়িয়া অবস্থিতি করিতেছিল। তন্মধ্যে, গোয়ালিয়ার কণ্টিজেণ্ট ফৌজের যে বিদ্রোহীদল, কানপুরে, সেনাপতি উন্‌ড্যামের সৈন্যকে পরাভূত করে, তাহারাও সেই সঙ্গে ছিল।

তাহারা বিজয়ানন্দে বিস্ফুরিত হইয়া মনে করিতেছিল, পেশোয়ার সৈন্যের নিকট ইংরাজ-সৈন্যের কিসের যোগ্যতা ! যাহা হউক, এই সাহায্য যথাসময়ে আসিয়া পড়ায়, ঝাঁশি-রক্ষণের বল অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইল এবং ইংরাজদিগের বিজয়পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

এদিকে, সর্-হিউ-রোজ্ তাত্যা-টোপের আগমন-বার্ত্তা অবগত হইবা-মাত্র, কোন প্রকার গোলযোগ না করিয়া, অতি শান্তভাবে, ৩১ তারিখের রাত্রে, প্রথম ব্রিগেডের সৈন্যদল হইতে কতকগুলা হাতি আনাইয়া, ২৪ পৌণ্ডের দুই তোপ, বোর্চ্চার রাস্তার উপর স্থাপন করিলেন, এবং সেখান হইতে সহরে যাইবার রাস্তা একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন।

তাত্যা-টোপে একজন সুচতুর বীরপুরুষ ছিলেন। বিদ্রোহসময়কার বিলাতী "ডেলিনিউস" পত্রে, তাঁহার এইরূপ বর্ণনা প্রকাশিত হয় ঃ—

"তাত্যা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ—উচ্চ বংশের নহে। তাঁহাতে দস্যুবৃত্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁহার চাতুর্য্যবুদ্ধি বিলক্ষণ আছে, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি কিছুমাত্র নাই। তিনি লেখা-পড়া জানেন না কিন্তু সিপাহীগিরি কাজে খুব মজবুৎ। ইহার জন্য তাঁহার উপর, তাঁহার অনুচরবর্গের অচলা নিষ্ঠা। তাঁহার দেহের গঠন সুদৃঢ় হৃষ্ট-পুষ্ট ও সতেজ। নৈতিক প্রভাব অপেক্ষা বাহুবলের প্রতাপে তিনি অন্যের মনে উৎসাহ ও বল সঞ্চার করেন। ইংরাজেরা যে সমর-বিদ্যায় কুশল, ইহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই জন্য, সমরক্ষেত্রে ইংরাজদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ না করিয়া, তাহাদিগকে অনুধাবন করিয়া ক্লান্ত করিতে তাঁহার ভাল লাগে। তাঁহার বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর। তিনি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত বেগশালী তেজীয়ান ও সাহসী। তাঁহার শৌর্য্যযুক্ত সতেজ সুন্দর মুখশ্রী। তাঁহার দৃষ্টি চপল ও উগ্র। ভ্রু-যুগল ধনুকাকার, কপাল উচ্চ ও সরল, নাসিকা গরুড় পক্ষীর ন্যায়, মুখ ছোট, ঠোঁট চাপা, দাঁত ধপ্‌ধপে সাদা, গোঁফ কালো ও দেহ-বর্ণ ঘন-শ্যামল। কেতাদুরস্ত অপেক্ষা দেহরক্ষণোপযোগী

কাপড় পরিতে তিনি ভাল বাসেন। তিনি সর্ব্বদা পা-পর্য্যন্ত লম্বা একটা জোব্বা পরেন ও কাঁধের উপর একটা কাশ্মিরী শাল ফেলিয়া রাখেন; তাঁহার সহিত বারো মাস, প্রায় ২৫।৩০জন লোক প্রহরী থাকে। ইহাদের সাহায্যে, যুদ্ধের মধ্যে তিনি আপনাকে কোন প্রকারে উদ্ধার করেন। "নানা সাহেবের প্রতিনিধি" এই উপাধিটী তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।"

শ্রীমন্ত বাজীরাও সাহেব পেশোয়াকে যে পেন্‌শন দেওয়া হইত, সেই পেনশনের টাকা তাঁহার মৃত্যুর পর, ইংরাজেরা বন্ধ করিয়া দেওয়া, তাঁহার উত্তরাধিকারী, প্রসিদ্ধ নানা সাহেব সিপাহীবিদ্রোহে যোগ দেন; এবং তাঁহার তরফে তাঁহার স্বামিনিষ্ঠ সেবক তাত্যা-টোপে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়া, স্বীয় প্রভুর আধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়েন। এই তাত্যা-টোপের পরাক্রমে, বিদ্রোহীদল প্রবল হইয়া কিছুকালের জন্য যেন অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল তাত্যার ষড়যন্ত্রবলেই, সিন্ধিয়া-সরকারের কণ্টিঞ্জেণ্ট-ফৌজ বিদ্রোহীদলভুক্ত হয় এবং তাঁহারই যুদ্ধকৌশলে কানপুরের নিকটস্থ যুদ্ধক্ষেত্রে জেনেরাল উইন্‌ড্যামের অধীনস্থ ইংরাজ-সৈন্য পরাভূত হয়। "এম্পায়ার ইন্ ইণ্ডিয়া" এই গ্রন্থের লেখক বলেন—"যদি আরও কিছু সাহস প্রকাশ করিতেন এবং কেবল অভাব-পক্ষের রণ-কৌশল না দেখাইয়া, কতকগুলি ভাবপক্ষের রণকীর্ত্তি দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই "হিন্দু গ্যারিবল্‌ডি" নামে খ্যাত হইতেন সন্দেহ নাই"।

যাহা হউক, তাত্যা-টোপে, কাল্পী হইতে বিপুল সৈন্য-সমভিব্যাহারে ঝাঁশির সাহায্যে আসিয়াছেন দেখিয়া, কেল্লার লোকেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তাঁহার স্বগত সম্ভাষণার্থ তাহারা মুহুর্মুহু তোপের সেলামি দিতে লাগিল এবং তাঁহার জয়ঘোষণায় রণবাদ্য আরম্ভ করিয়া দিল। সেই বাদ্যরবে গগনমণ্ডল বিকম্পিত হইল এবং সকলের হৃদয় আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হইল। এই উৎসাহের দৃশ্য, রাণীঠাকুরাণী ও তাঁহার

সর্দ্দার-মণ্ডলী কেল্লার বপ্র হইতে দেখিতে লাগিলেন এবং রাণীঠাকুরাণী বপ্রের উপর ঘুরিয়া ফিরিয়া সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি, কেল্লার বপ্রের উপর এবং ইংরাজের ছাউনীমধ্যে মশাল জলিতেছিল—এবং তাহারই আলোকে যুদ্ধ চলিতেছিল।

১ এপ্রিল তারিখে, প্রাতঃকালে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব দিবসে, সর্-হিউ-রোজ্, ঝাঁশির অবরোধের জন্য যত লোক আবশ্যক, তাহা স্থানে স্থানে রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্য অতীব দক্ষতা সহকারে, শত্রু-দিগকে বিন্দুমাত্র জানিতে না দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এদিকে, তাত্যা-টোপে ইংরাজের সৈন্য নিতান্ত অল্প বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্তভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র, তিনি ঝাঁশির অবরোধ ভঙ্গ করিবার জন্য, একদল সৈন্য রণস্থলে প্রেরণ করি-লেন; তাহারা ইংরাজদিগের আয়ত্ত-সীমার মধ্যে আসিবামাত্র, সর্-হিউ-রোজ্, শত্রুর দক্ষিণদিক্ আক্রমণ করিবার জন্য, কতকদল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যকে নিয়োজিত করিলেন এবং তাঁহার অব্যবহিত তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্বাধীনে তাঁহার গোলন্দাজ সৈন্য গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে, শত্রুদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল এবং তাহা-দিগের মধ্যে বিস্তর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইতিমধ্যে, তাত্যা-টোপের পক্ষ হইতেও তোপের মার সুরু হইল, তাহাতে ইংরাজ-অশ্বা-রোহী সৈন্য অনেক নিহত হইল। সেই সময়ে, তাত্যা-টোপের অধীনস্থ আফগান-সিপাহীরা উচ্চ উচ্চ ভূমির উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু, কাপ্তেন লীড্ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ধরাশায়ী করিলেন। এইক্ষণে, ইংরাজ পক্ষ হইতে গোলাবর্ষণ, ঘোড়সওয়ারের অনুধাবন ও পদাতিকদিগের আক্রমণ একেবারে এক সঙ্গে আরম্ভ হওয়ায়, পেশোয়ার সৈন্য নিরুপায় হইয়া পড়িল। এই পরাজিত সৈন্যদলের পশ্চাতে, এক ক্রোশ অন্তরে, তাত্যা-টোপের অধীনস্থ মুখ্য সৈন্যদল, বেটোয়া নদীর

তীরে, জঙ্গল-প্রদেশমধ্যে অবস্থিত ছিল। অগ্রগামী সৈন্যদল পলাইয়া আসিতেছে দেখিয়া, তাহারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। এদিকে সর্-হিউরোজ, তোপের সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া, পদাতিকদিগের পৃষ্ঠানুসরণ করিলেন। তাত্যার সৈন্য, জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া দিয়া, যাহাতে ইংরাজেরা আর অগ্রসর হইতে না পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। তথাপি সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ইংরাজ-সৈন্য বেটোয়া নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। তাত্যাটোপের গোলন্দাজেরা তাহাদের উপর গোলা-বর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা উচ্চভূমির উপর থাকায়, তাহাদিগের কোন ক্ষতি হইল না। পক্ষান্তরে, ইংরাজেরা যে গোলাবর্ষণ করিতেছিল, তাহাতে বিরুদ্ধ পক্ষের গোলন্দাজেরা নিহত হইতে লাগিল। তাহার পর, ইংরাজ অশ্বারোহী-সৈন্য সজোরে হল্লা করিয়া আক্রমণ করায়, তাহারা বড় বড় ২৪। ৩৬ পৌণ্ডের তোপ রণভূমির উপর ফেলিয়া পলায়ন করিল। এই সকল কামান অত্যন্ত ভারী বলিয়া, নদীতীরের বালুকার মধ্যে বসিয়া গিয়াছিল; সুতরাং গোলা, বারুদ প্রভৃতি উপকরণের সহিত এই সকল তোপ অনায়াসে ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। শুধু তাহা নহে, ১৬ মাইল পর্য্যন্ত পলাতক শত্রুদিগকে অনুধাবন করিয়া তাহাদের সমস্ত যুদ্ধ-সামগ্রী ইংরাজেরা আপনার করিয়া লইল। এই বিজয়লাভে ইংরাজ-সৈন্যমধ্যে মহা উল্লাস পড়িয়া গেল এবং বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে, সেই পরিমাণে, দুঃখ, ভীতি ও নৈরাশ্য এই তাপত্রয় আসিয়া উপস্থিত হইল। সংসারের গতিই এইরূপ!

"নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।"

অথবা এ কথাও বলা যাইতে পারে;

"ক্রিয়াসিদ্ধি সত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে।"

———o———

যুদ্ধে রাণীর মৃত্যু ।

২৩ মার্চ্চ হইতে ৩ এপ্রেল পর্য্যন্ত ১১ দিবস, ইংরাজেরা, ঝাঁশি ঘেরাও করিয়া, ঝাঁশিসৈন্যের সহিত দিবারাত্র ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল ; তথাপি রাণীঠাকুরাণীর অপরিসীম সাহস ও দৃঢ়নিশ্চয়তা প্রযুক্ত তাহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই । শুধু তাহা নহে, ইংরাজদিগের যুদ্ধ-সামগ্রী নিঃশেষিত হওয়ায় তাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল । ঠিক এই সময়ে দৈব তাহাদিগের অনুকূল হইলেন । তাত্যাটোপের সৈন্য, ইংরাজের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী রণক্ষেত্রে ফেলিয়া পলায়ন করায়, সেই সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী অনায়াসে ইংরাজের হস্তগত হইল । এইক্ষণে সর্-হিউ-রোজ, ঝাঁশি অবরোধ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া না থাকিয়া, একেবারে হল্লা করিয়া কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন । এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য গুপ্তভাবে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । সমস্ত সৈন্যকে বিভক্ত করিয়া, এক এক কাজে নিযুক্ত করিলেন । প্রথম বিভাগের সৈন্য বপ্র-প্রাকারে সিঁড়ি লাগাইয়া কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিবে ; দ্বিতীয় বিভাগ, তলবার ও সঙ্গীন লইয়া শত্রুর সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করিয়া সহরের কোন এক দ্বারের মধ্য দিয়া সহরে প্রবেশ করিবে, এইরূপ যুক্তি স্থির হইল এবং এই যুক্তি অনুসারে, প্রভাতকালে, সমস্ত ইংরাজসৈন্য কেল্লার অভিমুখে চলা আরম্ভ করিল । বপ্রের মুখ্য দরজার দিকে ইংরাজসৈন্য আসিতেছে দেখিবামাত্র তত্রস্থ প্রহরীরা ভয়-সূচক শিঙ্গা ও রণবাদ্য বাজাইয়া ঝাঁশির সমস্ত সৈন্যকে এই বার্ত্তা ইঙ্গিতের দ্বারা অবগত করাইল ও তখনই প্রস্তুত হইয়া স্বস্ব কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হইল ।

তাত্যাটোপের পরাভববার্ত্তা শুনিয়া রাণীঠাকুরাণী একটু হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন ; প্রবল ইংরাজ-সৈন্যের সহিত আর পারিয়া উঠিবেন না,

এইরূপ তাঁর মনে হইতেছিল। তাঁহার সৈন্যমধ্যেও এই কারণে, উদাস-ভাব স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছিল। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া রাণীঠাকুরাণী তাঁহার সর্দারদিগকে ডাকাইয়া একত্র করিলেন এবং আবেশময় বাক্যে তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন—"আজ পর্য্যন্ত ঝাঁশি, ইংরাজের সহিত যে লড়িয়াছে সে পেশোয়ার বলের উপর নির্ভর করিয়া লড়ে নাই এবং কখনও তাঁহার সাহায্য আমাদের আবশ্যক হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত তোমরা যেরূপ আপন স্বাভিমান, আপন সাহস, আপন ধৈর্য্য, আপন শৌর্য্য পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া আপন খ্যাতি চারিদিকে বিস্তার করিয়াছ, সেই-রূপ এখনও প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ঝাঁশি সংরক্ষণ করা তোমাদের কর্ত্তব্য।" এইরূপে রাণীঠাকুরাণী, উৎসাহজনক বাক্য বলিয়া, সৈন্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে স্বর্ণ বলয় ও পরিচ্ছদ বক্‌শিশ করিলেন; ইহাতে সৈন্যগণ পুনর্ব্বার উত্তেজিত হইয়া উঠিল; পুনর্ব্বার রণোৎসাহে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইল। ঝাঁশির মুখ্য গোলন্দাজ গুলাম গোষ-খান্‌, তোপের উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ ইংরাজ-সৈন্যের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। স্বয়ং রাণীঠাকুরাণী কেল্লার বন্দোবস্ত ঠিক করিবার জন্য, বপ্রের উপর ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রে ইংরাজ গোলন্দাজরাও কেল্লা ও সহরের উপর ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ করিয়া বপ্র-প্রাকারের স্থানে স্থানে, সচ্ছিদ্র ও ভগ্নপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরাজের গহ্বর-নলী তোপ হইতে, ঝাঁশির প্রাসাদের উপর গোলাবৃষ্টি হওয়ায় তাহারও অনেকটা জখম হইয়াছিল। তাহার দ্বিতীয়তলে গণপতির সিংহাসন ও আয়না-ঘর ছিল। এই আয়না-ঘর, লক্ষ্ণৌয়ের উৎকৃষ্ট মূল্যবান্‌ আর্শির দ্বারা সজ্জিত ছিল। ইহার উপর গোলা আসিয়া পড়ায় কাচের সামগ্রী সব চুরমার হইয়া গিয়াছিল এবং "কুল্মী গোলা" হইতে পেরেক ও ছর্‌রা-গুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায় রাজবাটীর চারিজন লোক নিহত হয়। ইহাতে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু

রাণীঠাকুরাণী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কোমরে তলবার বাঁধিয়া, বপ্রের উপর উত্তম বন্দোবস্ত করিলেন এবং সৈন্যগণকেও উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। পুনর্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ইংরাজ-সৈন্য কেল্লা আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে সবেগে আসিতেছে দেখিয়া, সহরের বপ্র ও কেল্লার বুরুজ হইতে ঝাঁশির সৈন্য তাহাদিগের উপর তোপ চালাইতে আরম্ভ করিল—তোপের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে ইংরাজ-সৈন্য একেবারে ধ্বংশপ্রায় হইল, তথাপি উহারা প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া সাহসের উপর ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বপ্র-প্রাকারে সিঁড়ি লাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠিল না; কিয়ৎকালের জন্য কেল্লার লোকেরা সুচারুরূপে বপ্র সংরক্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে ব্রিগেডিয়ার ষ্টুয়ার্ট সহরের বোর্চ্ছা দরজা হস্তগত করিয়া দক্ষিণ দিকে আক্রমণ করায় বপ্রোপরিস্থ গোলন্দাজ সৈন্য হতাশ হইয়া পলাইতে লাগিল; ষ্টুয়ার্টের সৈন্য জয়লাভ করিয়াছে শুনিয়া অন্যান্য বিভাগের ইংরাজ-সৈন্যমধ্যেও উৎসাহ বিস্ফুরিত হইয়া উঠিল; এবং এক্ষণে সকল দিক হইতেই তাহারা সিঁড়ি লাগাইয়া বপ্রের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে এক সহস্র ইংরাজ-সৈন্য বপ্রের উপর উঠিতে সমর্থ হইল। এই সময়ে সর-হিউরোজ তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য লইয়া "বোর্ছা" দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনিও সহরের দিকে চাল আরম্ভ করিলেন। ঝাঁশি-সহরের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড রাজবাটী ছিল এবং তাহার সংরক্ষণার্থ কতকগুলি লোক তথায় রক্ষিত হইয়াছিল। সর হিউরোজ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া রাজবাটী হস্তগত করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

এদিকে রাণীঠাকুরাণী, কেল্লার সমস্ত তোপ-মঞ্চ সাম্‌লাইবার সুন্দর বন্দোবস্ত করিতেছিলেন; এমন সময়ে যখন শুনিলেন, সহরের দক্ষিণ বপ্র ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে, তখন তাঁহার হৃদয়ে যেন শত বৃশ্চিক

দংশন করিল; তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কেল্লার উপর আসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সহরের দক্ষিণ দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন—সহস্র গোরা-সৈন্য সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাহাকার উঠাইয়াছে, ইহা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এই সময়ে কিছুকালের জন্য নৈরাশ্য ও ভীতির চিহ্ন তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু একটু পরেই আপনাকে সামলাইয়া শূরত্বের আবেশে হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন, এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন।

অনেক দিনের পুরাতন ভৃত্য এইরূপ দেড় হাজার মুসলমান ও আরবী সৈন্য সঙ্গে লইয়া রাণীঠাকুরাণী সত্বর কেল্লার নীচে অবতরণ করিলেন, এবং কেল্লার বড় দরজা দিয়া বাহির হইয়া, দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। সহরের দক্ষিণ বপ্রের উপর দিয়া যে সহস্র গোরা-সৈন্য সহরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ তলবার উত্তোলন করিল। রাণীঠাকুরাণী সকলের পশ্চাতে ছিলেন; তিনি এই সময়ে মহা আবেশ সহকারে নগ্ন তলবার উঠাইয়া সকলের মধ্যভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোরা-সৈন্য ও ঝাঁশি-সৈন্যের পরস্পর সাক্ষাৎকার হওয়ায়, তলবারে তলবারে ঝনাৎকার উঠাইয়া দুই পক্ষের লোকই একসঙ্গে মিশাইয়া গেল। এই যুদ্ধে অনেক গোরা নিহত হইল—যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সহরের দিকে পলাইয়া গিয়া, বৃক্ষ ও গৃহের অন্তরাল হইতে বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল। পশ্চাৎ হইতে একদল গোরা-সৈন্য আসিয়াছিল, তাহারাও তলবার না চালাইয়া, দূর হইতে বন্দুকের গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে রাণীর পুরাতন সর্দ্দারেরা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল "মহারাণি, এই সময়ে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। গোরা-সৈন্য ইমারতের আড়াল হইতে গুলি মারিতেছে—তা ছাড়া শত শত গোরা সহরে প্রবেশ করিয়াছে। সহরের সকল দরজাই খোলা—এক্ষণে

সহরের মধ্যে যুদ্ধ করিবার কোন অর্থ নাই। তদপেক্ষা, কেল্লার ভিতরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঈশ্বর যাহা যুক্তি দেন তাহাই আমাদের করা ভাল। ফিরিয়া যাইবার ইহাই সময়।” এই কথা বলিয়া, তাহারা রাণী ঠাকুরাণীর হাত ধরিয়া ফিরাইয়া দিল। তখন তিনি সৈন্য সমভিব্যাহারে আবার কেল্লার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এদিকে গোরা-সৈন্য চারিদিকের দরজা দিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; পাঁচ বৎসর বয়স্ক হইতে ৮০ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত পুরুষ দেখিবামাত্র তাহারা গুলি কিম্বা তলবারের দ্বারা নিহত করিতে লাগিল; সহরের একদিকে আগুন লাগাইয়া দিল। সেই সময় সহরের মধ্যে যেরূপ হাহাকার উঠিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। মেষপালের মধ্যে ব্যাঘ্র আসিয়া পড়িলে যেরূপ দশা হয়, লোকেরা প্রাণভয়ে আকুল হইয়া সেই-রূপ পলাইতে লাগিল। কেহ বা গলির মধ্যে প্রবেশ করে, কেহ বা গৃহের বিকট স্থানে গিয়া লুকায়, কেহ বা দাড়ি গোঁপ কামাইয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করে, এই প্রকার যে যেরূপ পারিল, প্রাণ বাঁচাইবার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিল। গোরারা সহরে প্রবেশ করিয়া সহর একবারে বিজন করিয়া তুলিল; সহরের মধ্যভাগে “ভিড়্যার বাগ” নামক একটা উদ্যান ছিল, তাহার মধ্যে সহস্র সহস্র লোক আশ্রয় লইয়াছিল। সেখানেও যখন গোরারা প্রবেশ করিল, তখন সেই সকল লোক অতি দীনভাবে ভূমির উপর সাষ্টাঙ্গ হইয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিল “আমি নিরপরাধী কৃষক; আমি যুদ্ধের মধ্যে নাই—দয়া করিয়া আমার প্রাণদান করুন।” তাহাদিগের এইরূপ করুণবাক্য শুনিয়া ইংরাজ সেনানায়কের দয়া হইল; তিনি সেই প্রণত লোকদিগকে অভয়-বচন দিয়া, উদ্যানের চারিদিকে পাহারা বসাইয়া দরজায় তালা লাগাইয়া দিলেন; এবং এইরূপ হুকুম প্রচার করিলেন যে, বাহিরের লোককে ভিতরে আসিতে এবং ভিতরের লোককে বাহিরে যাইতে কদাচ দেওয়া না হয়।

কিন্তু অন্য দিকের গোরারা লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া সোনা-রূপার সামগ্রী লুট করিতে লাগিল। পুরুষ দেখিলেই ধরিতে লাগিল, যতক্ষণ না তাহাদের অর্থ-সম্পত্তি তাহাদের হস্তগত হইল, ততক্ষণ তাহাদের ছাড়িল না—এমন কি অর্থ পাইলেও, শেষে তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিতে লাগিল। কিন্তু এ কথা বলিতে হইবে স্ত্রীলোকদিগকে উহারা কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক মারে নাই। তবে কোন কোন স্থলে এরূপ ঘটিয়াছে, গোরারা সম্মুখের দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া ঘরের স্ত্রীলোকেরা সতীত্বনাশের ভয়ে পশ্চাতের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া কূপের মধ্যে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কোথাও বা এরূপও ঘটিয়াছে, ঘরে প্রবেশ করিয়া গোরারা পুরুষকে গুলি করিতেছে, সেই সময় তাহার স্ত্রী আসিয়া স্বামীর কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছে—সেই অবস্থায় গুলি স্বামীর গায়ে না লাগিয়া স্ত্রীর গায়ে লাগিয়া সে নিহত হইয়াছে।

যাহা হউক সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত গোরারা এইরূপ লুটপাট করিয়া অবশেষে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

সহর ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে, সর্-হিউ-রোজ রাজবাটী আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাজবাটীর প্রহরীরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া রাজবাটী সংরক্ষণের প্রযত্ন করিল। এই যুদ্ধে অনেক গোরা নিহত ও আহত হইল। কিন্তু ইংরাজের সংখ্যা অধিক থাকায় এবং রাজবাটীর চতুর্দ্দিকস্থ ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়ায়, প্রহরীরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, অবশেষে গোরাসৈন্য হল্লা করিয়া রাজবাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজবাটী হস্তগত হইলে, ইংরাজেরা তত্রস্থ লোকদিগকে নিহত করিল। রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে ঝাঁশির একদল অশ্বারোহী প্রহরী ছিল, তাহারা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল; অবশেষে তাহারাও নিহত হইল। এইক্ষণে সমস্ত রাজবাটী ইংরাজের হস্তগত হওয়ায়, গোরারা প্রাসাদের মূল্যবান্ সামাগ্রী সকল লুটপাট করিতে লাগিল। এই সকল সামগ্রীর

মধ্যে, ব্রিটিশ রাজচিহ্নাঙ্কিত ধ্বজা—"য়ুনিয়ন্ জ্যাক্" ইংরাজ-সৈন্যের হস্তগত হওয়ায় তাহারা পরমানন্দ লাভ করিল এবং সেই ধ্বজা মহা বিজয়োৎসাহে রাজবাটীর উপরে উঠাইয়া তথায় ব্রিটিশ আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করিল।

এদিকে রাণীঠাকুরাণী, ঝাঁশি সৈন্যের বিজয় লাভ হইতেছে না দেখিয়া, কেল্লার প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং শোকবিহ্বল হইয়া নিশ্চলভাবে বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া বসিলেন। সেই তেজস্বিনী মহিলার এইরূপ দীন অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার আশ্রিত-মণ্ডলীর অত্যন্ত কষ্ট হইল; চিন্তাকুল হইয়া এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, মৃদুস্বরে তাহারই বিচার করিতে লাগিল। এক প্রহরের পর, রাণীঠাকুরাণী, সহরের কিরূপ দশা হইয়াছে দেখিবার জন্য বারাণ্ডায় আসিলেন। সেই সময়ে যেরূপ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তাহা দেখিয়া তিনি আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। "হলবাইপুরা" নামক সহরের সমৃদ্ধি-সম্পন্ন প্রধান ভাগে অগ্নি লাগায় সেখানে হাহাকার উঠিয়াছিল। সেই ভরপুর গ্রীষ্মকালের প্রতপ্ত সূর্য্যকিরণের মধ্যে, এই অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়ায় সহরের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকে ক্রন্দন ও হাহাকার রব—কে কোথায় পলাইবে তাহার ঠিক্ নাই। শত শত বন্দুকের আওয়াজ শুনা যাইতেছে আর শত লোক নিহত হইতেছে। এইরূপ ভীষণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া, রাণীঠাকুরাণী কিয়ৎকালের জন্য একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এই সময়ে আবার শুনিলেন, কেল্লার মুখ্য দ্বার-সংরক্ষণকারী সরদার কুম্বর-খুদাবক্স এবং তোপখানার প্রধান গোলন্দাজ—গুলাম-গোষ-খান্ ইঁহারা উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া রাণীঠাকুরাণী আরও হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি আপনার অধীনস্থ প্রধান প্রধান লোকদিগকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিলেন, "আমরা আজ পর্য্যন্ত ইংরাজ-সৈন্যের সহিত প্রাণপণ

যুদ্ধ করিয়া ঝাঁশি সংরক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু এখনও আমাদের জয়লাভ হইবার কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। আমাদিগের বীরচুড়ামণি ও গোলন্দাজেরা নিহত হইয়াছে; সুতরাং বপ্রের বন্দোবস্ত যথারীতি না হওয়ায় বপ্র ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে। সহরমধ্যে, ইংরাজ-সৈন্য, যত্র তত্র পথরোধ করিয়া বসিয়া আছে। এক্ষণে, হল্লা করিয়া কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করা উহাদিগের সহজ হইয়াছে।

কেল্লা উহাদিগের হস্তগত হইলে, আমাদিগকে কয়েদ করিয়া, কিরূপ প্রকারে যে উহারা আমাদিগের প্রাণনাশ করিবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। এইহেতু, বারুদের দ্বারা রাজবাটী উড়াইয়া দিয়া, সেই সঙ্গে আমার ইহলীলা সাঙ্গ করিব এইরূপ সংকল্প করিয়াছি। গোরাদিগকে আমার দেহ স্পর্শ করিতে কখনই দিব না। অতএব, যাহাদিগের মরিতে ইচ্ছা আছে, তাহারা এইখানে থাকুক, বাকী সকলে, আজ রাত্রেই কেল্লা ছাড়িয়া সহরের মধ্যে চলিয়া যাউক এবং আপনার প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা দেখুক"। রাণীঠাকুরাণীর এই কথা শুনিয়া, একজন বৃদ্ধ সর্দারের অত্যন্ত কষ্ট হইল; সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বিনয়পূর্ব্বক রাণীঠাকুরাণীকে এইরূপ বলিল ঃ—"মহারাণি, আপনি কিঞ্চিৎ শান্ত হউন। ঈশ্বরই এই দুঃখ এই সহরের উপর আনিয়াছেন। তাহার আর উপায় নাই। সকল বিষয়ই পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে। আত্মহত্যা করা মহাপাপ। এই জন্মেই পূর্ব্বপাতকের ফলভোগ করিতেছি, তাহার উপর আর এক মহাপাতকের ভার চাপানো উচিত নহে। যে দুঃখই আসুক না কেন, তাহা দ্বিরুক্তি না করিয়া সহ্য করা আবশ্যক। তাহা হইলে, পরে আর উহার কোন উপসর্গ থাকিবে না। আপনি বীরাঙ্গনা, আত্মহত্যার কথা মনেই আনিবেন না। বিপদ আসিয়াছে; তাহা হইতে এখন উদ্ধার হইতে হইবে। এক্ষণে কেল্লার মধ্যে থাকা যদি নিরাপদ না হয়, তবে আসুন আমরা আজ রাত্রেই শত্রুর ঘের ভাঙ্গিয়া সহরের বাহিরে চলিয়া

গিয়া পেশোয়ার সৈন্যের সহিত মিলিত হই। ইতিমধ্যে যদি মৃত্যু আসে তো খুবই ভাল। এখানে আত্মহত্যা করিয়া পাতক সঞ্চয় করা অপেক্ষা, সম্মুখযুদ্ধে রক্তধারায় স্নান করিয়া স্বর্গারোহণ করা অতীব প্রার্থনীয়"। এই কথা শুনিয়া, রাণীঠাকুরাণী একটু আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহার হৃদয় আবার বীরভাবে পূর্ণ হইল।

"ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং।"

এই উপদেশ বাক্য অনুসারে, তিনি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন এইরূপ সংকল্প করিলেন। কিন্তু শ্রীমন্ত দামোদররাও বলেন, এই বৃত্তান্ত ঠিক্ নহে। আসল কথা, "রাণীঠাকুরাণীর প্রধান কর্ম্মচারি-মণ্ডলীই হতাশ হইয়া বারুদে আগুন লাগাইয়া প্রাণত্যাগ করিবার প্রস্তাব করে, এবং রাণীঠাকুরাণী এই প্রস্তাবে অনুমোদন না করিয়া, যুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগ করিবেন, এইরূপ সংকল্প করেন।"

সে যাহাই হউক, সন্ধ্যার পর, রাণীঠাকুরাণী আপনার নিকটস্থ পরি-জন-মণ্ডলীকে ডাকাইয়া আনাইয়া তাহাদিগের নিকট অন্তিম বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে যোগ্য পুরস্কারাদি দিয়া, কেল্লার গুপ্ত-দ্বার দিয়া সহরের মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। এই চিরবিচ্ছেদ-প্রসঙ্গে, রাণীঠাকুরাণীর অনেকদিনকার পুরাতন ব্রাহ্মণ ভৃত্য ও দাসীগণ এবং অন্যান্য আশ্রিতমণ্ডলীর দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইল। সকলেই অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রিয় স্বামিনীর পাদবন্দনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। কতক-গুলি প্রভুভক্ত সেবক, রাণীঠাকুরারাণীর সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল এবং তাহাদিগের ইচ্ছা জানাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিল। রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাণীঠাকুরাণী কেল্লা হইতে বাহির হইবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার পিতা, মোরোপন্ততাঁবে প্রভৃতি আত্মীয়-মণ্ডলী সকলে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন; পথ-খরচা হিসাবে কিঞ্চিৎ অর্থ থলিয়ার মধ্যে ভরিয়া, তাঁহারা অশ্বারোহী

অনুচরবর্গের জিম্মা করিয়া দিলেন; এবং সংস্থানের কুলপরম্পরাগত রত্নাদি, হস্তিপৃষ্ঠে হাউদায় ভরিয়া, সেই হস্তী আপনাদিগের মধ্যভাগে রাখিলেন। প্রায় দুই শত বাছা বাছা সওয়ার সঙ্গে লইয়া ও পাঠান প্রভৃতি বিজাতীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রধান সর্দ্দারগণ কেল্লা হইতে বাহির হইবার নিমিত্ত তৎপর হইল। স্বয়ং রাণীঠাকুরাণী পুরুষবেশ করিলেন, অঙ্গে তার-জড়িত বর্ম্ম ধারণ করিলেন এবং কোমরে কিরিচ্ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের সহিত একটী দিব্য তলোয়ার ঝুলাইয়া আড়াই হাজার টাকা মূল্যের একটি সাদা রঙ্গের তেজালো ঘোড়ার উপর আরোহণ করিলেন। আপনার সঙ্গে তিনি কিছুমাত্র অর্থাদি লইলেন না। কেবল একটি রূপার পেয়ালা বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লইলেন এবং একটি অল্পবয়স্ক ক্ষুদ্র বালককে রেশমের কাপড়ে বাঁধিয়া পৃষ্ঠোপরি লইলেন। এই বালকটিই যে রাণীঠাকুরাণীর প্রাণপ্রিয় দত্তকপুত্র দামোদর রাও, তাহা বোধ হয় পাঠককে বলিতে হইবে না।

যাত্রার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইলে পর, "জয়শঙ্কর" "হর হর মহাদেব" এইরূপ বাক্য উৎসাহভরে গর্জ্জন করিতে করিতে সর্ব্বমণ্ডলী কেল্লার নীচে অবতরণ করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা কেল্লার সুরঙ্গ-রাস্তা দিয়া যাইবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যরাত্রিপ্রযুক্ত সে রাস্তা খুঁজিয়া না পাওয়ায়, অতীব দক্ষতা-সহকারে কেল্লাবুরুজের উপর দিয়া, ইংরাজ-সৈন্যের গতিবিধির উপর নজর রাখিয়া, সহরের মধ্যস্থিত উত্তর দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িবেন, এইরূপ মৎলব করিলেন। যে সময়ে রাণীঠাকুরাণী, ঝাঁশিকে শেষ নমস্কার দিয়া, সমস্ত সৈন্য সমক্ষে, আপনার সেই তেজস্বী অশ্বকে পূর্ণবেগে ছুটাইয়া চলিলেন, সেই সময়ে সর্ব্বলোক রাণীঠাকুরাণীকে বিদায়-নমস্কার দিবার জন্য, রাস্তার দুই পার্শ্বে, কেল্লার মধ্যে দণ্ডায়মান ছিল। রাণীঠাকুরাণী সকলের নিকট সপ্রেম বিদায় গ্রহণ করিয়া, অতি সত্বর, কতকগুলি সওয়ার-সমভিব্যাহারে, উত্তর দরজা দিয়া

বাহির হইয়া পড়িলেন। সেই দরজার বাহিরে 'তেহরী' রাজ্যের তোপ-মঞ্চ স্থাপিত ছিল। তোপ-মঞ্চের লোকেরা বাধা দেওয়ায়, "ইহা তেহরীর ফৌজ, রোজ সাহেবের সাহায্যে যাইতেছে" এই কথা বলিয়া রাণীঠাকুরাণী অতীব কৌশল-সহকারে, সেই স্থান পার হইয়া গেলেন। রাণীঠাকুরাণীর দল চলিয়া গেলে, তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার যে সৈন্য আসিতেছিল, ইংরাজ-সৈন্য তাহাদিগের গতিরোধ করিল। এবং উভয় সৈন্যের মধ্যে গোলা-গুলি বর্ষণ আরম্ভ হইয়া মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। এদিকে, একজন দাসী, একজন বন্দুকধারী অশ্বারোহী, আর দশ পোনেরো জন সওয়ার, ইহা-দিগের সহিত রাণীঠাকুরাণী, শত্রু-ছাউনীর মধ্য দিয়া একেবারে কাল্পীর রাস্তায় গিয়া পড়িলেন। সেই সময় ইংরাজ-সেনাপতি সর্ হিউ-রোজ রাণীর পলায়নের বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অনুধাবন করিবার জন্য লেফ্‌টেনেণ্ট বৌকরের নেতৃত্বাধীনে কতকগুলি সওয়ার পাঠাইলেন। কিন্তু রাণীঠাকুরাণীর অশ্ব অতীব দ্রুতগামী হওয়ায়, পলকের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রাণী অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন; ইংরাজ সওয়া-রেরা বরাবর তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল; অবশেষে রাত্রি হওয়ায় আর তাঁহার সন্ধান পাইল না।

রাণীঠাকুরাণী কেল্লা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, তাহার পরদিন সকালে, তৃতীয় য়ুরোপীয় পল্টনের অধিনায়ক, লেফ্‌টেনেণ্ট বেগী ঝাঁশির কেল্লার উপর আরোহণ করিলেন। গিয়া দেখিলেন, কেল্লার দরজা একেবারে উদ্‌ঘাটিত; তিনি পরমানন্দে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে গিয়া দেখিলেন, একটি মাত্র মনুষ্য নাই। সমস্ত কেল্লা বিনা আয়াসে তাঁহার হস্তগত দেখিয়া, নিশ্চিন্তমনে তথায় তাঁহার বিজয়ধ্বজা স্থাপন করিলেন।

কর্ণেল মেডোজ টেলর সাহেব, রাণীর পলায়ন-ব্যাপার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—"অবশেষে,—তখনও অনেক রাত্রি—কেল্লার যে ভাগটি

অত্যন্ত নিরালা, সেই ভাগের একটি দরজা খোলা হইল—তাহার মধ্য দিয়া বিষণ্ণভাবে, পলাতকদিগের যাত্রার-ঠাট বাহির হইল। রাণী এবং তাঁহার ভগিনী বা সহচরী, পুরুষ-বেশ ধারণ করিয়া কতকগুলি বাছা-বাছা অনুচর-বর্গ সঙ্গে লইয়া, নীরবে, সিংহদ্বার পার হইয়া, বাহিরের ঘোর অন্ধকারে আসিয়া পড়িলেন—মৃদুস্বরে দুই চারিটি ফুসফুস্ কথা ভিন্ন, আর কারও মুখে কথাটি নাই—অবশেষে শেষ লোকটি পর্য্যন্ত পার হইয়া গেল—অমনি দ্বার রুদ্ধ ও অর্গলবদ্ধ হইল। প্রাণ হাতে করিয়া পলায়ন করাই সেই রাত্রির ব্যাপার; কেননা, ১৪ সংখ্যক ড্রেগুন-সৈন্যের ইংরাজ অশ্বারোহী পর্য্যটক-প্রহরীদল এবং হাইদ্রাবাদের কাণ্টিজেণ্ট-ফৌজ, সতর্ক ও সজাগভাবে সর্ব্বত্র পাহারা দিতেছিল; মধ্যে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেই নিশ্চিত মৃত্যু—তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এই সকল লোকের হস্ত হইতে রাণী কি করিয়া এড়াইয়া গেলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই; কিন্তু রাণীর সঙ্গে ভাল ভাল পথ-প্রদর্শক ছিল, এ কথা সত্য। রাণী একজন নির্ভীক ঘোড়সওয়ার ছিলেন, তিনি অতি দ্রুত-বেগে, আব্‌ড়ো-খাব্‌ড়ো পথের মধ্য দিয়া জঙ্গল-প্রদেশে আসিয়া পড়িলেন। এই জঙ্গল-প্রদেশে প্রবেশ করাই, তাঁহার প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়।”

কর্ণেল ম্যালেসন বলেন “সর-হিউরোজ, ইতিমধ্যে কেল্লা আক্রমণ করিবার বিবিধ বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। কিন্তু রাণী সে বিষয়ে আর তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে দিলেন না।”

সে যাহা হউক, রাণীঠাকুরাণী ঝাঁশি হইতে বাহির হইয়া গেলে, তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার যে সৈন্য আসিতেছিল, তাহাদিগের সহিত ইংরাজ-সৈন্যের সাক্ষাৎ হওয়ায় তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ঝাঁশি-সৈন্যের মধ্যে “মকরাণী” অশ্বারোহিদল যদিও বিলক্ষণ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল,—কিন্তু অবশেষে ইংরাজের গোলাগুলি প্রহারে অতিষ্ঠ হইয়া মোরপন্ত-তাঁবে

প্রভৃতি সর্দ্দার কে কোথায় পলাইতে লাগিল, তাহার ঠিকানা নাই। ইংরাজ সওয়ারেরা তাহাদিগকে অনুধাবন করিয়া প্রায় দুই শত লোক পাকড়াও করিয়া আনিল এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে তাহাদিগের প্রাণনাশ করিল।

রাণীঠাকুরাণীর পিতা ও মুখ্যকর্ম্মচারী—মোরোপন্ত-তাঁবে, হস্তি-পৃষ্ঠে রত্ন-ভার বোঝাই করিয়া সেই হস্তীর সঙ্গে সঙ্গে, ঘোড়ায় চড়িয়া পলাইতেছিলেন; পাথমধ্যে, রাত্রির অন্ধকারে, নিজের তলোয়ারের খোঁচা নিজের জঙ্ঘায় লাগিয়া গেল। তাহাতে ভয়ানক রক্তস্রাব হইয়া তাঁহার সমস্ত পায়জামা ভিজিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি তিনি ঘোড়ার রেকাবের উপর ভর দিয়া ছুটিতে লাগিলেন; প্রভাত সময়ে, "দতিয়া" সহরের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। দাতিয়ার রাজা ইংরাজের মিত্র। মোরপন্ত সমস্ত রাত্রি অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান হওয়ায় অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, তাহাতে আবার জঙ্ঘাদেশে বিষম আঘাত লাগিয়া রক্তধারায় পরিচ্ছদাদি আপ্লুত হইয়াছিল—সুতরাং নিরুপায় হইয়া সহরের দরজার নিকট আসিয়া তত্রস্থ একজন খিলি-ওয়ালার নিকট, দীনবচনে আশ্রয় চাহিলেন এবং তাহাকে কিছু টাকা দিতেও স্বীকৃত হইলেন। তাম্বুল-বিক্রেতা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া আপনার ঘরে রাখিল। এই কথা, দতিয়া-রাজ্যের দেওয়ান জানিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনাইয়া কয়েদ করিলেন; এবং তাঁহার নিকট যাহা কিছু অর্থ-সম্পত্তি ছিল সমস্ত হস্তগত করিয়া, নিজ সৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে ঝাঁশিতে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে পৌঁছিবামাত্র ঝাঁশির প্রধান কর্ম্মচারী সর্-রবর্ট হ্যামিল্টন্ ও সর্-হিউ-রোজ, রাজবাটীর সম্মুখে, দিবা দুইটার সময়, তাঁহাকে ফাঁশি দিলেন। এইরূপে রাণীর পিতা মোরো-পন্তের ইহলীলা সাঙ্গ হইল।

"তাদৃশী জায়তে বুদ্ধির্ব্যবসায়োঽপি তাদৃশঃ।
সহায়াস্তাদৃশা এব যাদৃশী ভবিতব্যতা॥"

রাণী লক্ষ্মীবাই ঝাঁশ হইতে বহির্গত হইয়া, ১০।১৫ জন সওয়ার-সঙ্গে, ভাণ্ডের-নামক এক সহরে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঘোড়া হইতে নামিয়া, সহরকোতোয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, স্বীয় দত্তক-পুত্র দামোদর রাওর জন্য আহারের যোগাড় করিলেন। এবং আহারাদি সমাপন করিয়া কাল্পী সহর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে লেফ্‌টেনেণ্ট বৌকর কতকগুলি অশ্বারোহী-সৈন্য লইয়া রাণীকে অনুধাবন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, রাণী তাঁহাকে তলবারের দ্বারা আঘাত করিয়া, ঘোড়া সবেগে ছুটাইয়া নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। এবং ১৮৫৮ অব্দের ১২ জুন তারিখে কাল্পীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে, নানাসাহেবের ভ্রাতা রাও-সাহেব স্বসৈন্যে অবস্থিত করিতেছিলেন। রাত্রিতে বিশ্রাম করিয়া, পর দিন প্রাতে শ্রীমন্ত রাও-সাহেব পেশোয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিজ তলবার রাও-সাহেবের হস্তে দিয়া এইরূপ বলিলেন "তোমার পূর্ব্বপুরুষেরাই এই তলবার আমাদিগকে দিয়াছেন। তাঁহাদের পুণ্য-প্রতাপে আজ পর্য্যন্ত আমি এই তলবারের যোগ্য ব্যবহার করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আর সাহায্য করিতেছ না—অতএব, এই তলবার আমি তোমাকে ফেরত দিতেছি"। এই কথা শুনিয়া, রাও-সাহেবের হৃদয় বিগলিত হইল; এবং তাঁহার সৈন্যের দ্বারা রাণীর যে সাহায্য হয় নাই, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া এইরূপ বলিলেন "আপনি আজ পর্য্যন্ত, ঝাঁশির সুবেদার-বংশের অনুরূপ যে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রবল ইংরাজ সৈন্যের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া যেরূপ রণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আপনার ন্যায় বীরাঙ্গনা যদি সমস্ত সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের জয়ের সম্ভাবনা। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের সময়ে, শিন্দিয়া হোলকার, গায়কবাড়, বুন্দেলে, প্রভৃতি সর্দ্দারগণ রাজ্যরক্ষার্থ আপনাদিগের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে তৎ-

পর হইয়াছিলেন বলিয়াই মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের পতাকা আটক পর্যন্ত উড্ডীয়মান হইয়াছিল ; এক্ষণে আপনার ন্যায় শৌর্য্যশালী সর্দারেরা যদি এই সময়ে আমাদিগকে সাহায্য করেন তবেই আমাদিগের সিদ্ধি লাভ হইতে পারে ; অতএব, আপনার তলবার ফিরিয়া লউন এবং আমাদিগকে উত্তমরূপে সাহায্য করুন।" রাও-সাহেবের এই সবিনয় মিনতি মান্য করিয়া রাণী তাঁহার তলবার পুনঃগ্রহণ করিলেন। রাও-সাহেব পেশোয়া, সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া, তাহাদিগের কওয়াৎ করাইয়া, রাণীঠাকুরাণীকে ও তাত্যা-টোপেকে সেনাপতি-পদে বরণ করিলেন।

এদিকে সর-হিউ-রোজ, সসৈন্যে কাল্পী আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন এবং প্রথমে কুঁচ-সহর আক্রমণ করিয়া তাত্যা-টোপে ও বান্দে-ওয়ালা নবাবকে যুদ্ধে পরাভূত করিলেন। এই যুদ্ধে অনেক বারুদ গোলা ও ধান্য তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, তাত্যাটোপে, রাও-সাহেব প্রভৃতি মণ্ডলী কাল্পীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বান্দেওয়ালে নবাবের যুক্তি-অনুসারে, রাও-সাহেব সমস্ত সৈন্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, রাণীঠাকুরাণীর পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন নাই, এই হেতু, রাণী এই যুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নাই। রাণীর নিজ সৈন্য না থাকায়, তিনিও রাও-সাহেবদিগের সহিত কাল্পীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। কাল্পীতে আসিয়া, রাণী সৈন্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য রাও-সাহেবকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন ; তিনি বলিলেন, সুব্যবস্থা না থাকাতেই গত যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার পরামর্শ-অনুসারে এবার রাও-সাহেব সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রাণীকে সমস্ত সৈন্যের নেতৃত্ব না দিয়া, আপনি সেনাপতি হইলেন। রাও-সাহেবের প্রাধান্য-লালসা ও যশোলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল ছিল—তাঁহার বিপুল সৈন্যের আধিপত্য একজন স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পণ করিতে তিনি ইষ্ট মনে করিলেন না। তথাপি বাহ্যাকারে বহুমান প্রদর্শন করিয়া

রাণীর অধীনে ২০০।২৫০ অশ্বারোহী সৈন্য স্থাপন করিলেন এবং তাঁহাকে যমুনাভিমুখের দিক সংরক্ষণার্থ মিনতি করিলেন। রাণী তাহাদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, সুব্যবস্থা সহকারে, তাহাদিগকে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। সর্‌-হিউ-রোজ, একেবারে কাল্পীতে না গিয়া, প্রথমে গলাসহর আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। এই সময়ে বিদ্রোহী-সৈন্যের বীরোৎসাহ সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহারা যমুনার শপথ করিয়া বলিতে লাগিল, হয় ইংরাজদিগকে ধরাশায়ী করিব নয় আমরা যুদ্ধাঙ্গনে প্রাণ দিব। এই বলিয়া তাহারা নিরাপদ স্থান ছাড়িয়া ইংরাজদিগের তোপের আন্দাজের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ইংরাজেরা এই সুবিধা পাইয়া প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। কাল্পীর সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিল বটে কিন্তু অবশেষে পরাভূত হইল। কাল্পীর অগ্রগামী সৈন্যদলের পরাভব হইয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র, পেশোয়ার সমস্ত সৈন্য হতাশ হইয়া পড়িল। রাও-সাহেব পেশোয়া, বান্দেওয়ালা-নবাব প্রভৃতি মুখ্য যোদ্ধৃগণ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পলাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সেই সময়, রাণী তাঁহাদিগকে সাহস দিয়া আপনার ঘোড়া আনিতে বলিলেন এবং তাহাতে সওয়ার হইয়া কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে, ইংরাজদিগের দক্ষিণ পার্শ্ব সবেগে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার এই ঝড়-গতি আকস্মিক আক্রমণে ইংরাজ-সৈন্য একেবারে হটিয়া গেল এবং তিনি এরূপ সতেজে যুদ্ধ করিলেন যে ইংরাজ "লাইট ফিল্‌ড্‌" তোপের গোলন্দাজেরা কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল এবং তাহাদের তোপ বন্ধ হইয়া গেল! শুধু তাহা নহে, রাণীঠাকুরাণী তোপের ২০ ফুট অন্তর-পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে সাহস পাইয়া কাল্পীর অন্যান্য ফৌজও আসিয়া পড়িল। দুইপক্ষ একেবারে মুখামুখী হওয়ায় ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইংরাজ গোলন্দাজেরা হতবীর্য্য হইয়া পলাইতে লাগিল। এই সংবাদ পাইয়া সর্‌-হিউ-রোজ স্বীয় উষ্ট্রারোহী সৈন্য লইয়া তৎক্ষণাৎ

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং তিনি স্বয়ং সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সতেজে কাল্পী-সৈন্যের বিরুদ্ধে ধাবমান হইলেন। কাল্পীর সৈন্য এতক্ষণ ভাং পান করিয়া নেশার ঘোরে উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে যখন গোলা-গুলি অজস্র বর্ষণ হইতে লাগিল, তখন তাহাদিগের চেতনা হইল এবং আর রণস্থলে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। এক্ষণে রাণীঠাকুরাণী হতাশ হইয়া রাও সাহেব পেশোয়ার ছাউনী মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। ইংরাজেরা কাল্পী অধিকার করিল এবং দুই লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের যুদ্ধ-সামগ্রী তাহাদিগের হস্তগত হইল।

এদিকে, রাও-সাহেব পেশোয়া পরাভূত হইয়া, সসৈন্যে গোয়া-লিয়ারের ৪৬ মাইল দূরে, গোপালপুর নামক এক সহরে পলাইয়া গেলেন। রাণীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ক্রমে সেখানে তাত্যা-টোপে ও বান্দেওয়ালা নবাবও আসিয়া জুটিলেন। তাঁহাদিগের সকলকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও পেশোয়াকে চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়া রাণী তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন "আজ পর্য্যন্ত মারাঠীরা যে শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, দুর্ভেদ্য ও বলাঢ্য কেল্লার আশ্রয়ই তাহার মুখ্য কারণ। শ্রীছত্রপতি শিবাজি মহারাজ যে, যবনদিগকে পরাভূত করিয়া হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, সেও সিংহগড়, রায়গড়, তোর্‌না আদি কেল্লার বলে। তিনি প্রথমে আত্মরক্ষণের জন্য ঐ সকল প্রচণ্ড কেল্লা হস্তগত করেন, পরে, শৌর্য্য-পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া মহারাষ্ট্রীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। অতএব, পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা হইতে জানা যাই-তেছে যে, কেল্লার সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধ করা ব্যর্থ। আমাদিগের অধীনে, ঝাঁশি, কাল্পী প্রভৃতির ন্যায় অনেকগুলি কেল্লা থাকা প্রযুক্তই আমরা আজ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া টিঁকিয়া থাকিতে পারিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সকল কেল্লা আমাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছে।

এক্ষণে আর একটি কেল্লা হস্তগত করা আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। আমরা যেখানেই পলাইতেছি ইংরাজেরা আমাদিগের অনুসরণ করিতেছে। এবং কোন প্রকারে আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে, এইরূপ স্থির করিয়াছে।" যাহা ভবিতব্য তাহা হইবেই। তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, এই উপস্থিত বিপদকালে একটা কোন কেল্লা হস্তগত করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে যাহাতে জয়লাভ হয় তাহার উপায় শীঘ্র অবলম্বন করা আবশ্যক।" রাণীঠাকুরাণীর এই বাক্য শুনিয়া, শ্রীমন্ত পেশোয়া বড়ই তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কোন্ কেল্লা হস্তগত করিবার চেষ্টা করা যাইবে। রাণীঠাকুরাণী বলিলেন, "উপস্থিত বিপদে ঝাঁশি কিম্বা কাল্পী অধিকার করিবার আশায় শত্রুর সম্মুখ দিয়া যাত্রা করায় ইষ্ট নাই। এই হেতু, গোয়ালিয়ারে যাত্রা করিয়া সিন্ধিয়া-সরকার ও তাঁহার ফৌজের সাহায্য লওয়া যাউক্ এবং সেখানকার পাহাড়ী কেল্লার আশ্রয় ধরিয়া আমাদিগের মনোরথ সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা যাউক্।" এই কথা রাও-সাহেবের বড়ই মনোনীত হইল এবং তিনি ইহার জন্য রাণীঠাকুরাণীকে অভিনন্দন করিলেন। তাত্যা-টোপেও এই কথায় অনুমোদন করিলেন। তাত্যা টোপে ইতিপূর্ব্বে অনেকবার গোপনে গোয়ালিয়রে গিয়াছিলেন তাই তিনি সিন্ধিয়া-সৈন্যের মনোভাব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। অতএব, এক্ষণে গোয়ালিয়ারে যাত্রা করাই স্থির হইল। রাও-সাহেব ও রাণীঠাকুরাণী সসৈন্যে ১৮৫৪ অব্দের ৩০শে মে তারিখে গোয়ালিয়ারের নিকটস্থ মুরারের ছাউনীতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

এই সময়ে শ্রীমন্ত মহারাজ জয়াজীরাও সিন্ধিয়া গোয়ালিয়ারের অধিপতি ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ২৩ বৎসর ছিল; ইনি প্রায়ই বিলাস সম্ভোগেই নিমগ্ন থাকিতেন; কিন্তু এদিকে, বুদ্ধিমান ও যুদ্ধপ্রিয়ও ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রী দিনকর-রাওই প্রকৃতপক্ষে

রাজকার্য্য চালাইতেন। দিনকর রাও প্রথমে একজন সামান্য কেরাণী মাত্র ছিলেন, রেসিডেণ্ট বুশ্‌বি সাহেব তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখিয়া তাঁহার ঐরূপ পদোন্নতি করিয়া দেন। সেই অবধি, তিনি অতীব দক্ষতাসহকারে গোয়ালিয়ার রাজ্যের সংস্কার সাধন করিয়া, সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। এই সময়ে ম্যাক্‌ফর্সন সাহেব গোয়ালিয়ারের রেসিডেণ্ট ছিলেন, তাঁহার সহিত মহারাজের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। মহারাজ একবার কলিকাতায় গিয়া লর্ড ক্যানিঙের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং দত্তকগ্রহণে তাঁহার আধিপত্য বংশানুক্রমে স্থায়ী করিতে পারিবেন এই অনুমতিও লাট সাহেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই হেতু সিন্ধিয়া-সরকার ইংরাজের খুব বাধ্য ছিল, কিন্তু সিন্ধিয়ার সৈন্য ও প্রধান-মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই বিদ্রোহীদিগের সহিত সহানুভূতি ছিল। এই সময়ে রাও-সাহেব সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সিন্ধিয়া-সরকারের নিকট এক পত্র পাঠাইলেন। সিন্ধিয়া মহারাজ সাহায্য করা দূরে থাক্‌, এই পত্র পাইয়া বলিয়া উঠিলেন "বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের সমুচিত শাস্তি দিতে আমি প্রস্তুত আছি।" কিন্তু সুচতুর দেওয়ান দিনকর-রাও আপনার মনোগত ভাব শত্রুপক্ষকে জানিতে না দিয়া, গোয়ালিয়ার সহরের সংরক্ষণের জন্য বিবিধ বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন এবং ইংরাজদিগের ফৌজ আসিয়া পৌঁছিলে তখন তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। এবং সমস্ত ঘটনা ম্যাকফর্সন সাহেবকে জানাইয়া তাঁহার সহিত গোপনে পত্রব্যবহার চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু এ দিকে, সিন্ধিয়া মহারাজ চপল বাল-স্বভাব প্রযুক্ত, তাঁহার নিজ খাস সৈন্যের পরামর্শ শ্রবণ করিয়া বিদ্রোহিগণকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ১লা জুন তারিখে প্রাতঃকালে সিন্ধিয়া মহারাজ যোদ্ধ্‌বেশ ধারণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে, মুরার-

ছাউনীর দুই মাইল দূরে বাহাদুরপুরে আসিয়া উপস্থিত এবং সেখান হইতে বিদ্রোহীদিগের ছাউনীর অভিমুখে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুই একটা গোলা ছাউনীর পার্শ্বে আসিয়া পড়ায়, পেশোয়ার সেনা-নায়কগণ শিঙ্গা বাজাইয়া সমস্ত সৈন্যকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে ইসারা করিল। কিন্তু পেশোয়ার নিকট যে দুই একজন মুচ্ছুদ্দি-লোক ছিল তাহারা বলিল "পেশোয়া সরকারের সহিত প্রেম-সম্বন্ধ সিন্ধিয়া-সরকারের মধ্যে এখনও জাগ্রত আছে—সিন্ধিয়া সরকার কখনই আপনার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। ঐ যে তোপের আওয়াজ শোনা যাইতেছে, বোধ হয় উহা আপনার স্বাগতার্থ সিন্ধিয়া সেলামী দিতেছেন।" রাও-সাহেব পেশোয়া ও তাত্যাটোপের, সিন্ধিয়ার সাহায্যের উপর পূর্ণ ভরসা থাকায়, তাঁহারা এই কথায় বিশ্বাস করিয়া যুদ্ধের হুকুম দিলেন না। এদিকে, শত্রু-পক্ষ হইতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল, পেশোয়ার সৈন্য অতিষ্ঠ হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল; পেশোয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

রাণীঠাকুরাণী এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া, মহা-আবেশ-সহকারে আপনার দুই তিন শত ঘোড়শোয়ার সঙ্গে লইয়া, একেবারে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং সিন্ধিয়ার তোপখানার উপর সবেগে ধাবমান হইলেন। তোপখানা আক্রমণ করিবামাত্র, গোলন্দাজেরা তোপ ফেলিয়া পলায়ন করিল। কেবল, মহারাজ জয়াজীরাও-সিন্ধিয়া শৌর্য্যানলে প্রজ্বলিত হইয়া, আপনার খাস-সৈন্য সঙ্গে লইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাণীর সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, দিনকর-রাও ও দুই এক জন সর্দ্দার সমভিব্যাহারে মহারাজ সিন্ধিয়া আগ্রা অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

এদিকে, শ্রীমন্ত রাও-সাহেব পেশোয়া, মঙ্গলবাদ্য-সহকারে মহা সমারোহে গোয়ালিয়ার-প্রাসাদে আগমন করিলেন। মহারাণী লক্ষ্মী-বাই ঠাকুরাণী, সৈন্য-ছাউনীর নিকট 'নবলখ' নামক এক বাগানবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাত্যা-টোপে গোয়ালিয়ার-কেল্লায় কতক-

গুলি সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন—তাহারা পৌঁছিবামাত্র কেল্লার সর্দ্দার কেল্লার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল। তাত্যাটোপের সৈন্যগণ, সমস্ত যুদ্ধ-সামগ্রীর সহিত কেল্লা অধিকার করিল। কেল্লা দখল করিয়া বিদ্রোহীরা দেওয়ান দিনকর-রাও এবং অন্যান্য মান্যগণ্য লোকদিগের গৃহ ভূমিসাৎ করিল এবং সহরে লুঠপাঠ আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু রাও-সাহেব, নগরবাসীদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার না হয় এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়া লুঠপাঠ শীঘ্রই বন্ধ করিয়া দিলেন।

৩রা জুন তারিখে দরবার আহ্বান করিয়া রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সমাপন করিয়া, রাও-সাহেব পেশোয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। গোয়ালিয়ারে, "গঙ্গা-দশহরা" উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজনের প্রথা থাকায়, তিনি প্রতিদিন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে আকণ্ঠ ভোজন করাইয়া স্বর্ণ দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। এইরূপ চারিদিন ধরিয়া বিজয়োৎসব চলিতে লাগিল। এদিকে সর্-হিউ-রোজ্ বিদ্রোহিদলদিগকে পরাভব করিতে করিতে ক্রমশঃ গোয়ালিয়ারের নিকটবর্ত্তী মুরারের ছাউ-নীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে রাও-সাহেব এ সংবাদ জানিতে পারেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেই ব্যস্ত ছিলেন। এই সংবাদ যখন শুনিলেন, তখন তিনি তাত্যাটোপেকে সৈন্যের ব্যবস্থা করিতে হুকুম দিলেন কিন্তু স্বয়ং ব্রাহ্মণভোজন লইয়াই ব্যাপৃত রহিলেন।

তাত্যা-টোপে মুরারের ছাউনী রক্ষণার্থ সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন, উভয় পক্ষে দুই ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ হইল, অবশেষে ইংরাজেরা মুরার দখল করিল। এই সংবাদ পাইবামাত্র রাও-সাহেব ত্রস্তব্যস্ত হইয়া সৈন্যশিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাণীঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতি নম্রতাপূর্ব্বক তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং এই আসন্ন বিপৎকালে কি কর্ত্তব্য তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাণীঠাকুরাণী ইতিপূর্ব্বে সৈন্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য রাও-সাহেবকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি বিজয়োৎসবে মত্ত হইয়া সে দিকে বড় মনোযোগ দেন নাই। এতক্ষণে তাঁহার চেতনা হইল। কিন্তু সুযোগ একবার ছাড়িয়া দিলে আর তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না।

"ন কার্য্যকালং মতিমাননতিক্রমেৎ কথংচন।
কথংচিদেব ভবতি কার্য্যযোগঃ সুদুর্লভঃ॥"

রাণীঠাকুরাণী তাত্যা-টোপেকে এইরূপ বলিলেনঃ—"আজ পর্য্যন্ত আমরা যে এত প্রাণপণ পরিশ্রম করিলাম, তাহা সফল হইবার আর আশা রহিল না। শ্রীমন্ত পেশোয়ার দুরাগ্রহী স্বভাব প্রযুক্ত ও তাঁহার বিজয়োন্মত্ততা বশতঃ আমাদের সমস্ত যুক্তি পরামর্শই বৃথা হইল! ইংরাজ-সৈন্য আমাদিগের মুখামুখী হইয়াছে, তথাপি এখনও আমাদের সৈন্যমধ্যে কিছুমাত্র ব্যবস্থা নাই। অতএব, এখন আমরা ইংরাজের সম্মুখীন হইয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইব, তাহা তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তথাপি, উপস্থিত বিপদের সময়ে সাহস ত্যাগ করিলে কোন ফল হয় না। তুমি এক্ষণে ফৌজের পরিদর্শনে এখনি বহির্গত হও এবং যাহাতে বিরুদ্ধ পক্ষ আমাদিগের প্রতি আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত ক'রো। আমি নিজ কর্ত্তব্যের জন্য প্রস্তুত আছি! এখন তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর।" তাত্যা-টোপে, এই কথা শুনিবামাত্র বীর্য্যোৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং রাণীঠাকুরাণীর প্রতি গোয়ালিয়ারের পূর্ব্বদিক্ রক্ষণের ভার দিয়া নিজে অন্য সৈন্যবিভাগের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক্ষণে রাণীঠাকুরাণী যোদ্ধৃ-বেশ পরিধান করিয়া ও অশ্বারূঢ় হইয়া আপনার সৈন্যের মধ্যে কাওয়াৎ করাইতে লাগিলেন।

১৭ই তারিখে ব্রিগেডিয়র স্মিথ্ যুদ্ধের ব্যুগল্ বাজাইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইংরাজ-সৈন্য সম্মুখে অগ্রসর হইবামাত্র, রাণীর

গোলন্দাজেরা তোপ হইতে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরাজেরা হটিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাণীর অশ্বারোহী সৈন্যগণ তাহাদিগের উপর ধাবমান হইল। রাণীঠাকুরাণীও মহা আবেশের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—রণাঙ্গনমধ্যে বিদ্যুল্লতার ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া শত্রুসংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপ তিন দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। অবশেষে ইংরাজেরা শত্রুপক্ষের দুই তিনটা তোপ বলপূর্ব্বক অধিকার করায় পেশোয়ার সৈন্যগণ হতাশ হইয়া পড়িল—এদিকে আর একদল ইংরাজ সৈন্য রাণীর সৈন্যকে আক্রমণ করায়, রাণীর সৈন্য পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল. এক্ষণে, রাণী, দুই তিনজন দাসী ও দুই এক জন বিশ্বাসী সর্দ্দার সমভিব্যাহারে শত্রুর হস্ত হইতে কোন প্রকারে এড়াইয়া, সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিলেন। ইংরাজ সওয়ারেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিল—তিনি সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন—ইংরাজ সওয়ারেরা তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাঁহার দাসী মুন্দরা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল 'রাণীঠাকরুণ! মলুম মলুম!' এই শব্দ রাণীর কর্ণগোচর হইবামাত্র রাণী ফিরিয়া আসিয়া মুন্দরার হত্যাকারী ইংরাজ-যোদ্ধাকে অসির আঘাতে যমপুরীতে পাঠাইয়া আবার সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলেন। সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র জল-প্রবাহ দেখিয়া ঘোড়া থমকিয়া দাঁড়াইল। রাণীর প্রিয় ঘোড়া যুদ্ধে আহত হওয়ায় তিনি সিন্ধিয়ার অশ্বশালা হইতে এই ঘোড়াটি বাছিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ঘোড়াকে খালের উপর দিয়া লইয়া যাইবার বিধিমতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু ঘোড়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইল না। ইতিমধ্যে যে ইংরাজ সওয়ার তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, সে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে আসিতেছে দেখিয়া তিনি তলবার উত্তোলন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—ঐরূপ কিছু কাল অসিযুদ্ধ চলিতে লাগিল—অবশেষে ইংরাজ

সওয়ার রাণীর মস্তকের উপর তলবারের এক দারুণ কোপ বসাইয়া দিল। তাহাতে মস্তকের দক্ষিণ ভাগ একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল এবং একটা চক্ষুও বাহির হইয়া পড়িল। ইহার উপরেও দুই এক ছোরার ঘা বসাইয়াছিল। এই সময়ে রাণীও তলবারের এক আঘাতে সেই ইংরাজ-অশ্বারোহীকে যমসদনে পাঠাইলেন। এক্ষণে, তাঁহার প্রভুভক্ত সেবক রামচন্দ্র রাও তাঁহাকে এইরূপ আহত দেখিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল এবং সেখান হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া নিকটস্থ একটা পর্ণকুটীরে লইয়া গেল। পর্ণকুটীরটির অধিকারী গঙ্গদাস বাবাজী। রাণী অত্যন্ত তৃষিত হওয়ায়, বাবাজী তাঁহাকে গঙ্গাজল পান করিতে দিলেন। রাণী-ঠাকুরাণী রক্তাপ্লুত দেহে, আঘাতের এই অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে, তাঁহার প্রিয় পুত্র দামোদর রাওর প্রতি বাৎসল্য ভাবে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।